দুমুখো সাপ

Adapted from William Gongreve's Comedy

The Double Dealer

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়

২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল

All rights reserved]

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

B1349

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙ্গোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

কেরামত	...	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি (বাহারের অভিভাবক)
মাতব্বর	...	ঐ
বাহার	...	ঐ যুবক
দাগাবাজ	...	বাহারের বন্ধু (শিক্ষিত যুবক—কেরামতের আশ্রিত)
স্ফূর্তিবাজ	..	মাতব্বরের আশ্রিত

স্ত্রী

আতুসী	...	কেরামতের স্ত্রী
খয়রা	...	মাতব্বরের স্ত্রী
গুলবাহু	...	ঐ কন্যা

সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথমাভিনয়ের পাত্রপাত্রীগণ

কেরামত	...	...	শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়
মাতব্বর	...	...	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
বাহার	...	...	" সত্যেন্দ্রনাথ দে
দাগাবাজ	...	...	" নৃপেন্দ্রনাথ বসু—পরে
			" হীরালাল দত্ত
স্ফূর্তিবাজ	...	...	" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
আতুসী	...	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
খয়রা	...	...	" মণিমালা
গুলবাহু	...	...	" আনার
প্রথম সখী	...	...	" মৃণালিনী (খেঁদা)

প্রস্তাবনা

রঙ্গিণীগণ

গীত

আছে দুমুখো সাপ তরবেত্তর দুই মুখেতে বিষ ছড়ায়।
থাকে আশে পাশে ঘরের কোনে—কথনো শুয়ে বিছানায় ॥
কত গলাগলি হলাহলি ভাব, খায় এক গোয়ালে জাব,
বাগে পেলে ছোবল্ মারে, বিষ ওঠে মাথায়।
হার মেনে যায় রোজার বাপ, বেঘোরে প্রাণটা যায় ॥
এ সাপ চিন্‌তে না জুয়ায়,—
কখনো হ্যাট কোটেতে অঙ্গ ঢাকে, কখনো ছেঁড়া চটি পায়।
টিকি রাখে তিলক কাটে, এলেনাক' তামাকে কি সিগারেটে,
এক গেলাসের প্রাণের ইয়ার যেন মায়ের পেটের ভাই।
আছে ওৎ পেতে,
বিষ ঢালবে তোমার আঁতে,
মুখোসে মুখটি ঢাকে, জানতে দেয়না আঁচে ইসারায় ॥
কখনো ঘাড়ে চড়ে, কখনো বা পায়ে ধরে,
এক টেবিলে কলম পেসে—কৈফিয়ৎ কাটে এক খাতায় ॥

দুমুখো সাপ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

গুলবানু

গীত

কেন প্রাণ শিহরে এমন ?
কেন চুরি ক'রে তারি কথা তোলাপাড়া করে মন ?
যতনে লুকায়ে রাখি, মরমে যে ছবি আঁকি,
জড়সড় হয়ে থাকি, যেন চোরেরি মতন।
সদাই যে নিজের কাছে অপরাধী, একি অঘটন ॥

বাহারের প্রবেশ

বাহার। গুল্, খোদা বোধ হয় এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন ! আর নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে থাকৃতে হবে না। এতদিন পরে তোমার বাবার মত হয়েছে আমার সঙ্গে তোমার বে দিতে।

গুল। সত্যি ?

বাহার। হাঁ, আমি এই মাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসছি। কেবল বলেছেন একবার কেরামৎ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন এ বিবাহে তাঁর মত আছে কিনা।

গুল। কেরামৎ সাহেবের মতের দরকার? তুমিই তো তোমার কর্ত্তা, তোমার তো আর কেউ নেই।

বাহার। তা সত্য, কিন্তু আমার বাবার বিশেষ বন্ধু হলেন এই কেরামৎ সাহেব। বাবা মরবার সময় যে চরম দানপত্র ক'রে যান, তাতে কেরামৎ সাহেবকে আমার অভিভাবক করেন। সেই দানপত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, আমি যদি দুশ্চরিত্র হই, কেরামৎ সাহেবের অবাধ্য হই, তা'হলে কেরামৎ সাহেব ইচ্ছা করলে আমার পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে আমায় একেবারে বঞ্চিত করতে পারেন। কাজেই তাঁর অমতে আমার বিবাহ তো হ'তেই পারে না।

গুল। কি সর্ব্বনাশ! তা হ'লে যতকাল বুড়ো কেরামৎ সাহেব বেঁচে থাকবে, ততকাল তোমাকে পোষা বেরালের মত তার বাধ্য হয়ে থাকতে হবে?

বাহার। না, চিরকালের জন্য এ বন্দোবস্ত নয়; দানপত্রে লেখা আছে, আমার বিবাহের পর আমি স্বাধীন ভাবে নিজের বিষয় ভোগ করতে পারব। তখন আর কেরামৎ সাহেবের বাধ্য হয়ে থাকতে হবে না।

গুল। তাহ'লে তুমি যত আনন্দিত হচ্ছ, আমি এখনো ততটা আনন্দিত হতে পাচ্ছিনি।

বাহার। কেন?

গুল। কেন না কেরামৎ সাহেবের নিজের মত কিছুই নেই; তিনি চলেন তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে। কেরামৎ সাহেবের স্ত্রীর মত না হলে এ বিবাহে তো তাঁর মত হবে না। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটী

যে সহজে মত দেবেন, তা আমার কিছুতেই মনে হয় না।

বাহার। কারণ ?

গুল। কারণ—তুমি। কেরামৎ সাহেবের স্ত্রী আতুসী বিবির সঙ্গেই তো তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়। কেরামৎ সাহেব তোমার জন্যে ক'নে ঠিক করতে গিয়ে বুড়ো বয়েসে তাকে বিয়ে ক'রে ধরে নিয়ে আসেন। আতুসী বিবি কিন্তু মনে মনে বুড়োর উপর ভারি চটা। মুখে কিছু বলে না; কিন্তু আমি তার কথার ভাবে বুঝতে পারি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি ব'লে তার এখনও আপশোষ যায়নি। আর এও বুঝতে পারি, তুমি আমায় ভালবাস ব'লে আমার উপরও তার ভয়ানক রিষ।

বাহার। গুল্, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এত জান ? আমি মনে করতেম তুমি এসব কিছুই জান না।

গুল। আমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার উপর কার কি ভাব, কথা কইলে আমি সহজেই বুঝতে পারি।

বাহার। তাহ'লে গুল, তোমার কাছে কিছু লুকোব না। তোমারও যে ভয়, আমারও সেই ভয়। তোমায় বলিনি, কিন্তু আজ বলছি এই আতুসী বিবি অতি দুশ্চরিত্রা। কেরামৎ সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষে বুড়ো বয়সে বিয়ে না করাই ছিল ভাল। আমি কেরামৎ সাহেবের বাড়ী থাকি; তিনি আমার অভিভাবক, তাঁকে বাপের মত মান্য করি। কিন্তু এই আতুসী বিবির জন্য আজকাল তাঁর বাড়ী থাকা আমার

অসাধ্য হ'য়েছে। কেরামৎ সাহেবের সব গুণ, কিন্তু আমার আক্ষেপ হয়, বুড়ো বয়সে কেন তিনি বিয়ে কল্লেন!

গুল। আমার বাবাও দেখনা কেন, দ্বিতীয় পক্ষে বুড়ো বয়সে বিয়ে করে কেমন জবু থবু হয়ে গেছেন! তাঁর আগেকার মত সে স্ফূর্ত্তি নেই, সদাই যেন জড়সড় ভাব, অল্প কথায় রেগে ওঠেন। আমি তাঁর কত আদরের মেয়ে ছিলেম, এখন যেন পর পর, উঠেন, বসেন, চলেন, ফেরেন—সব আমার সৎমায়ের অনুমতি নিয়ে।

বাহার। মানুষের দশ দশা, কিন্তু সব চেয়ে দুর্দ্দশা—এই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করা! যাক্, আজই কেরামৎ সাহেবকে ব'লে তাঁর মত নিচ্ছি, দেখি ভাগ্যে কি ওঠে—বিষ—না—অমৃত!

গুল। বেশ, তুমিও যাও, আমিও আমার সৎমায়ের মন ঘুগিয়ে দেখি তিনি আবার না বেগড়ান।

বাহার। আমি কেরামৎ সাহেবের মত করে তোমায় খবর দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মাতব্বর ও স্ফূর্ত্তিবাজের প্রবেশ

মাত। পরিবার শাসন করা কি যার তার কাজ! কেরামৎ মিজ্জার স্ত্রীর কথা নিয়ে যে, পাড়া পড়শীর মধ্যে নিন্দে রটবে, এ আমি আগে থাকতেই জানতুম! বিয়ে কল্লেই হয় না; শাসন কর্ত্তে জানা চাই!—বুঝলে কি না স্ফূর্ত্তিবাজ, শাসন করতে জানা চাই।

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে তার আর কথা কি! এক হাতে বেত আর এক হাতে জলবিচুটি—মাঝখানে অর্দ্ধাঙ্গিনী—বস্—বিয়ে করে বেপরোয়া ঘুমোও। মেয়েমানুষকে আলগা দিয়েছেন কি মাথায় উঠে বসেছে!

মাত। না না অতটা নয়—অতটা নয়; একটু রাস কড়া করে চলতে হয়, এই আমার মতন! দেখনা, আমিও ত এই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছি, কিন্তু ঐ কেরামৎ সাহেবের স্ত্রীর মত আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কাণা ঘুসো কোন কথা কি শুনতে পাও? দেখছ ত, কোন পরপুরুষ কি আমার পরিবারের কাছে ঘেঁসতে পারে?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে পরপুরুষ কি? তাঁর যে তেজ, আপনি পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁসতে পারেন কি না সন্দেহ!

মাত। হাঃ হাঃ হাঃ। (স্বগতঃ) অনুমান ত ঠিকই করেছে। জানলে কি করে? (প্রকাশ্যে) তেজ থাকা চাই বইকি! স্ত্রী-লোকের তেজই হ'ল বর্ম্ম বিশেষ। সমস্ত প্রলোভন থেকে রক্ষা করবার এক মাত্র উপায়।

স্ফূর্ত্তি। কেরামৎ সাহেবের এ বয়সে বিয়ে না করাই ছিল ভাল।

মাত। নিশ্চয়ই—একশো বার! আর যখন স্ত্রীর তার এত দুর্ণাম। লোকে তেমনি নিন্দেও করছে।

স্ফূর্ত্তি। লোকের কথা ছেড়ে দিন, আপনি শুনতে পান কিনা জানি না, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আপনিও বিবাহ করায় লোকে আপনা-কেও আড়ালে বলতে ছাড়ে না।

মাত। ও হিংসেয়—হিংসেয়। লোকের কি বল? যারা নিন্দা করে, তারা আমার অবস্থাটা ত বোঝে না। আরে

আহাম্মক, বিয়ে না করে যদি চলতো তা হলে কি আমি এ বয়সে আবার বিয়ে করি? এই সোজা কথাটা লোকে বুঝতে পারে না, নিন্দে করে! কিন্তু নিন্দে করবার মত আমাদের পেয়েছে কি?

স্ফূর্তি। আজ্ঞে কেরামৎ মিঞাব মত নিন্দে করবাব কিছু পায়নি বটে, কিন্তু লোকে কি বলে জানেন?

মাত। কি বলে?

স্ফূর্তি। বলে, আপনার উপযুক্ত মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে আপনার সংসার থেকে অবসর নেওয়াই ছিল ভাল।

মাত। হ্যাঁ, অবসর নিয়ে তোমার মত বাউণ্ডুলে হ'যে মদ খেয়ে বেড়াই, না? পুরুষ মানুষ বিয়ে না কল্লেই বয়ে গেল—তা যোয়ানই হোক—আর বুড়োই হোক! তোমায় তো কতবার বলেছি, বিবাহের উপকারিতা তো তোমায় কতবাব বুঝিয়েছি; তা তুমি যে ছাই কিছুতেই রাজী হও না। একবার বিয়ে কল্লে বুঝতে যে স্ত্রী-বিয়োগের পর মানুষের কি দশা হয়! কখনও ঘুড়ি উড়িয়েছ?

স্ফূর্তি। আজ্ঞে তা ছেলেবেলায় একটু আধটু উড়িয়েছি বই কি!

মাত। উড়িয়েছ ত? তা হলে এক কথায় তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

স্ফূর্তি। আজ্ঞে বলুন।

মাত। ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে প্যাঁচ লেগে কেটে গেলে, কি ঘুড়ি উপড়ে গেলে, কি করতে?

স্ফূর্তি। হাতে পয়সা থাকলে আর একখানা ভাল ঘুড়ি কিনে এনে ওড়াতুম।

মাত। এই পথে এস। আমারও লাটাই-ভর্ত্তি সুতো, একখানা

ঘুড়ি কেটে গেল, হাতে পয়সা আছে, আর একখানা ঘুড়ি এনে ওড়াচ্ছি, তাতে দোষটা হয়েছে কি ? আর পাঁচজনে ঘুড়ি ওড়াবে আর আমি লাটাই হাতে করে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকবো এইটাই বোধ হয় পাঁচ জনের ইচ্ছে , কি বল ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে সুতোর যখন মাঞ্জা নেই, তখন আর মিছে—

মাত। মাঞ্জা নেই, তার মানে ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে--

মাত। আজ্ঞে মানে আমি বুড়ো ? ঐটে তোমাদের ভুল। আমাদের বুড়ো মনে করে যতটা তাচ্ছিল্য কর, আমরা ততটা তাচ্ছিল্যের পাত্র নই। আমার বাইরের দেহটাই বুড়ো হয়েছে, মন ত আর বুড়ো হয়নি। আর তোমাকে এসব বোঝাবই বা কি ছাই, বিয়েত কর নি। কখনও সময়কালে কাউকে ভাল বেসেছিলে বলতে পার ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে ত্রিসংসারে কেউ নেই, আপনার বাড়ীর ভেতুড়ে, দয়া করে খেতে দেন, আবদার অত্যাচার গুলোও হাসি মুখে সহ্য করেন, আপনার কাছে আর মিছে বলবো না। যৌবনে পা দেবার সময় একটু গা ছম-ছম করেছিল বৈ কি ? কিন্তু কি জানেন, ভগবান ত সব জিনিষ সবাইকে ভোগ করতে পাঠান নি। ও প্রেমটা কেমন আমার ধাতে সইল না। দু'চার দিন হা হুতাশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝলেম, নাভিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছলেও এর জ্বালা যাবে না। আমি এমন ডানপিটে বিশ্ববকাট, জোচ্ছনা রাত্তিরে একলা থাকলে দেখি আমারই চোক দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। এই রকম

দু'চার দিন টাল-বেটাল খেতেই আমিও সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলুম—প্রেমের চেয়ে উগ্র নেশার সন্ধান পেলুম।

মাত। প্রেমের চেয়ে উগ্র কি ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে যার নেশায় আমি দিন রাত ভবপুর, যার অভিমান নেই, তিরস্কার নেই, বিরাগ নেই, সব চেয়ে সেরা গুণ যে, প্রণয়ের মত বেইমান নয়। সুরাসুন্দরী ! আর সস্তা।

মাত। হাঃ হাঃ হাঃ মাতালদের ঐ কথা।

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে মাতাল বলে গাল দেন কেন ? সত্যি কথা কি জানেন ?

গীত

প্রেমটা কেমন সয়না আমার ধাতে।
মিছরি যেমন পিত্তির মুখে,
  গরম ঘৃত পান্তাভাতে ॥
একদিন হঠাৎ আনমনে
মুচকে একটু হেসেছিলেম
চেয়ে তার অরুণ বরণ মুখের পানে,
তখন অবশ্য আমার বয়েসটা ছিল একটু কাঁচা,
বুঝিনি দুনিয়াদারী—কোন জিনিসটা ঝুটো
  আর কোন জিনিসটা সাঁচা,
আমার ছুটলো নেশা ভালবাসা—
দেখে ইয়া ঝাঁটার গোছা
তার সেই নধর মৃণাল হাতে ॥
সেইদিন থেকে পদ্য লেখায় কল্লেম ইতি,
সুবোধ শান্ত পোড়োর মত
  (নাক কাণ মলে) শিখলেম এই নীতি—

বরঞ্চ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাব
তবু বসবো নাক (আশা করে)আঙ্গট পাতা পেতে।
এখন গা ভাসিয়ে ভাঁটার টানে,
চলেছি একা টেনে টুনে,
বেঁচে থাক্ আমার গেলাস বোতল—
যার দিল ভরপুর—প্রেম ভরপুর—প্রাণ ভরপুর—
ভরপুর নেশা সকাল বিকাল রাতে॥

মাত। বেশ—বেশ—যার যাতে আনন্দ! চালাও চালাও স্ফূর্ত্তি কর। আমি আমুদে লোক বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ত তোমার আসল নাম বদলে নাম রেখেছি স্ফূর্ত্তিবাজ!

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে আপনার মেহেরবানী।

মাত। একটা সু-খবর তোমায় দিই, মেয়েটার বিয়ে ঠিক করেছি। এই মাসেই বে দেব।

স্ফূর্ত্তি। কোথায়?

মাত। এই বাহাবের সঙ্গে। আমি একরকম মত দিয়েছি ; এখন গিন্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করব। তা গিন্নীর আমার অমত হবে না। বের রাত্রে একবার দেখবো তুমি কত মদ খেতে পার। আমি যাই, গিন্নীকে একবার সু-খবরটা দিই গে।

[প্রস্থান।

স্ফূর্ত্তি। মা বাপের দেওয়া নাম ছিল মুরুদ্দিন; সে পৈতৃক নাম খুইয়ে সংসার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেক খেয়ে নাম নিয়েছি স্ফূর্ত্তিবাজ! পরে দেয় খাই; একটু মদের জন্য হা পিত্তেশ করে বসে থাকি। মুখের সামনে কেউ

কিছু বলে না। কিন্তু আড়ালে সবাই আঙুল দেখিয়ে বলে ঐ শালা ভেতুড়ে! বাঃ কি ফূর্ত্তির জীবন রে! কিন্তু তবু বাবা মাগীর গোলামী করার চেয়ে শত গুণে, সহস্র গুণে, লাখ গুণে ভাল আছি। নিত্যি রাত দুপুরে দেহি পদ পল্লব দেহি পদ পল্লবের জ্বালা নেই। বে-পরোয়া বোতল থেকে ঢাল, সুড় সুড় করে গলার নলিতে ঢেলে দাও, বস্—একেবারে বুঁদ! কোন জ্বালা নেই—যন্ত্রণা নেই! নইলে এই মাতব্বর মিঞার মত বুড়ো বয়সে কোন গাঙের চড়ায় ঠেকে নৌকো এতদিন বান-চাল হয়ে যেত তার ঠিক কি! যাই, খোঁয়াড়ীর সময় হয়ে আসছে, দেখিগে ভাঁড়ারে কি আছে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আতুসীর কক্ষ

আতুসী ও দাগাবাজ

আতু। যাও—যাও—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি জোচ্চোর, আমি জানি তুমি জোচ্চোর।

দাগা। কেন,—আমার কি দোষ?

আতু। তোমার আগাগোড়াই দোষ। তোমার মত লোকের জন্মানটাই একটা মহাদোষ। যে অনায়াসে একজন অবলাকে মজাতে পারে, বন্ধুর বুকে ছুরি দিতে পারে—

দাগা। বন্ধুর বুকে ছুরি! কার বুকে ছুরি দিয়েছি?

আতু। ওঃ! ন্যাকা! জানেন না যেন। তোমার প্রাণের বন্ধু বাহারের—অস্বীকার কর?

দাগা। না।

আতু। তার পর আমার স্বামী—যে রাস্তা থেকে তোমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছে, ভদ্রসমাজে মিশিয়েছে, তুমি যে আজ বেঁচে আছ সে কেবল তাঁরই খেয়ে, তাঁরই সঙ্গে কি বেই-মানী করেছ মনে করে দেখ দেখি।

দাগা। থাক থাক সে কথা তুলে প্রয়োজন কি? এও ত আমি কোন দিন অস্বীকার করিনি। আমার বিরুদ্ধে তোমাব আরও কি কিছু বলবার আছে?

আতু। আরও? ওঃ শয়তানেরও তোমার সঙ্গে তুলনা হয় না। আরও? অনায়াসে আমার সর্ব্বনাশ করে এখনও মুখ নেড়ে বলছ 'আরও'?

দাগা। না এ কথাটা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে চাই না, কেন না এতে যখন আমি একা দোষী নই। তার পর আরও যদি কিছু বলবার থাকে বলে যাও।

আতু। যম এখনও তোমায় ভুলে আছে? আমার সামনে ভিজে বেড়ালের মত অবিকৃত মুখে নিজের শয়তানী বেইমানির কথা শুনছ, হাসি মুখে স্বীকার করছ, আবার বলছ আরও কি বলবার আছে? দেখ, আমার রাগ বাড়িও না, আমি রাগলে পৃথিবীতে কেউ নেই যে, সে আগুন থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারে! আমি স্ত্রীলোক, আমার শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। আমার বুকভরা আগুন, প্রাণভরা লালসা, যাকে

ভালবাসি তাকে পেলুম না, তার পরিবর্তে জুটলো এক বৃদ্ধ স্বামী, একদিকে প্রণয়, একদিকে নৈরাশ্য, আমি ত এক-রকম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। আর তুমি—হিসিবী শয়তান!—তোমার কি বলবার আছে?

দাগা। তুমি যদি না ঠাণ্ডা হও, আমি কাকে বলবো? একটু স্থির হয়ে আমার কথা শোন। আমি শয়তানী করে থাকি, বেইমানি করে থাকি, সে তোমারই জন্য—আর তুমি আমায় গাল দিচ্ছ? একেই বলে যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। তোমার জন্য যদি আমাকে আরও শয়তানী বা বেইমানি করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত, কেন না তুমি ত জান আমি তোমার গোলাম, আমার এ জীবন, আমার এ সম্মান প্রতিপত্তি, সবই ত তোমার জন্য। তোমার অবাধ্য হওয়া মানে আমার নিজের সর্ব্বনাশকে ডেকে আনা। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারি, কিন্তু নিজের সঙ্গে ত পারি না। আমি সাধুতার ভান করতে চাই না, কেন না তুমি জান আমি সত্যই একজন বদমাইস, কিন্তু আমি তোমায় বুঝিয়ে দোবো, অন্ততঃ আমার স্বার্থের খাতিরে আমি তোমার সঙ্গে কখন বেইমানি করবো না।

আতু। স্বার্থ! কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন কথা নেই? আমার অর্থ জলের মত তোমায় খরচ করতে দিয়েছি, যার চাকরের মতন থাকা উচিত, তাকে প্রভুর আসনে বসিয়েছি, এর কি কোন প্রতিদান নাই? তোমার সে প্রণয়, সে আগ্রহ, সে তোষামোদ এখন কোথায়?

দাগা। বদ্ধমূল হয়ে আছে—তেমনি বদ্ধমূল হয়ে আছে—এই—এইখানে! এই আমার অন্তরের অন্তরে, তবু তুমি—

আতু। তবু! কি তবু?

দাগা। তবু তুমি আমায় অন্যায় তিরস্কার করছো? আমায় ভুল বুঝছো? আমি তোমায় যথার্থই ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমায় একদিনও ভালবাসনি? কেবল রিযের আগুন নেভাবার জন্যে আমায় অনুগ্রহ করেছিলে মাত্র।

আতু। বটে?

দাগা। দেখ, এখানে আর কেউ নেই, কেবল তুমি আর আমি; লুকোচুরির কোন প্রয়োজন নেই, ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শোন। তুমি বাহারকে ভালবাসতে। কেরামত মিঞার সঙ্গে তোমার বিবাহের পরও সে ভালবাসা তুমি ভুলতে পার নি, এটা আমি ধরে ফেলেছিলুম। তোমায় যে আমি যথার্থ ভালবাসি, এটাও তার একটা অকাট্য প্রমাণ। কেনন। স্ত্রীলোক যত কেন কৌশলে মনোভাব গোপন করুক না, আর কারোর কাছে সে ধরা নাই পড়ুক, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখকে সে কখনই ফাঁকি দিতে পারে না। এইটে যে দিন থেকে ধরেছিলুম, সেই দিন থেকে তোমাকে পাব বলে আমার সাহস বেড়েছিল। বাহার যতই তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছে, ততই আমার আশা ফলবতী হবে বলে মনে করেছি। কাজেও হয়েছে তাই। আমি কথায় তোমায় ভোলাই নি, কথায় আমি কি করে প্রকাশ করবো তোমায় আমি কত ভালবাসি।

Uttarpara

আতু। আমি বাসি না!

দাগা। না! আমি হলপ করে বলতে পারি—না। তুমি কোন দিন আমায় ভালবাস নি, এখনও বাস না। আমি তোমার বিষের আগুন চাপা দেবার ছাই মাত্র! কোন দিন তোমার প্রণয়ী নই। তুমি আর যার চোকে ধুলো দাও, আমার চোকে দিতে পারবে না। এই যে তুমি আমার ওপর এখন রেগেছ, এই যে আমায় অযথা তিরস্কার করছো, এও বাহারের প্রতি তোমার ভালবাসার রুদ্ধ বাতাসের একটা দমকা উচ্ছ্বাস মাত্র। যে প্রেমের আগুন তোমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে, এ তার একটা লক্‌লকে শিখার ঝাঁজ আমার উপর এসে পড়েছে মাত্র। তুমি এখনও কি তাকে ভালবাস না? আমার উপর রেগেছ, কেনন। শুনেছ কাল বাহারের সঙ্গে গুলের বিবাহ, আর সে বিবাহ এখনও আমি ভেঙ্গে দিইনি। কিন্তু তুমি যদি এখনও আমার কথা ধৈর্য্য ধরে শোন, তাহলে আমি দিব্যি করে বলছি এ বিবাহ আমি কালই ভেঙ্গে দেব।

আতু। যাও—যাও, তুমি মিছে আমায় স্তোক দিচ্ছ—আমায় ভোলাবার জন্যে!

দাগা। ঈশ্বরের শপথ, মিছে স্তোক দেওয়া নয়। আমি তোমার গোলাম, তোমার সমস্ত খেয়ালের আজ্ঞাকারী ভৃত্য। যতক্ষণ না তোমায় আমি শান্তি দিতে পারবো ততক্ষণ আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

আতু। দাগাবাজ, তোমার কাছে মনোভাব গোপন করা বৃথা। তুমি আমায় চেন, আমার অন্তরের কোথায় কি লুকোনো আছে, সবই তুমি জান। বাহারকে এখন আমি ভালবাসি

কি না জানি না, কিন্তু কাল তার বিয়ে হবে শুনে আমি জ্বলে মরছি। আমি তাকে ঘৃণা করি, সত্যই ঘৃণা করি। অপদার্থ!—তবু যে সে আর একজনের হবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনি।

দাগা। তুমি স্থির হও। আমি এ বিবাহ ভেঙ্গে দেব। তার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দেব।

আতু। কি ক'রে?

দাগা। মাতব্বর মিঞার স্ত্রী খয়রাবিবির সঙ্গে তোমার তো খুব সদ্ভাব?

আতু। হাঁ, তাতে কি?

দাগা। তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়া চাই যে বাহার খয়রা বিবিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

আতু। এ বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ কষ্টকর হবে না; আমার বোধ হয় সহজেই সে একথা বিশ্বাস করবে! কিন্তু বাহারের সঙ্গে একবার কথা কইলেই ত এ ভুল তার ভেঙ্গে যাবে?

দাগা। তা আমি জানি, আমি শুধু এর উপর নির্ভর করেই থাক্‌বো না, একটু সময় পেলেই আমি ঘটনা স্রোত অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবো।

এক যুগ লাগে যাহা করিতে গঠন,
ভাঙ্গিতে মুহূর্ত্ত মাত্র হয় প্রয়োজন।

আতু। বেশ, দেখি তোমার কথা শুনে কি হয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

গুলবানু ও সখিগণ

সখিগণের গীত

সাধ করে কি পেয়ার করি ? সে যে আমার মনের মতন।
সে মুখ যে মনে পড়ে নিশিদিন যখন তখন।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি, হৃদয়ে লুকায়ে রাখি
তারে ভালবেসে হই যে সুখী তাই ভালবাসি ক'রে যতন।

গুল। তোরা যদি আজই সব গান গেয়ে ফেল্লি কাল কি গাইবি?

১ম সখী। কাল তোমার বিয়ে, কাল প্রাণ থেকে গানের ফোয়ারা উঠে গলা দিয়ে বেরুবে, কালকের ভাবনা ভাবতে হবে না, আজ তো আমোদ করে নিই।

গুল। দেখ বেশী আমোদ ভাল নয়। বেশী মিষ্টি তেতোর মতনই বিস্বাদ !

১ম সখী। বেশীটা কোথায় দেখলে ? বেশী হবে কাল, যখন বাসর আলো করে বসবে! এতদিন তোমার যৌবন তরণী কল্পনার বাতাসে হেলে ছুলে প্রেমের দরিয়ায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল,বাহারের মতন স্বামী পেয়ে নৌকোর আর বানচাল হবার ভয় রইলো না। একি কম আমোদের কথা ? আমার তো খালি গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গীত

ওরে নেয়ে পারে নিয়ে যা।
ভরা গাঙ্গে উঠলো তুফান
বেঘোরে ডুবলো বুঝি সাধের তরীখান,
আকাশ-চেরা বাজের ডাকে ভয়ে চমকে ওঠে পা॥
পাগলা ঢেউ উঠেছে মাতি
বড় আঁধিয়া রাতি
কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে মুখে সরেনা রা,
আবার স্বন স্বনিয়ে হাঁকছে পবন হা—হা—হা।

২য় সখী। ওলো ঐ দেখ, নাম কর্‌তে না কর্‌তেই নাবিক নটবরের প্রবেশ, সখীর আমাদের জোর বরাত!

গুল। ওমা সত্যিই তো!

বাহারের প্রবেশ

১ম সখী। লোকে বলে বিয়ে হলেই দুই প্রাণ এক হয়, কিন্তু বিয়ে হবার আগে এক প্রাণ দুই হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

বাহার। কেন?

১ম সখী। কেন? এই দেখনা, আমাদের সখীর একটী প্রাণ এখানে হাসছে খেলছে গান গাইছে, আর একটী প্রাণ দিনরাত পড়ে আছে বাহারের কাছে; সে প্রাণটি আপন মনে ভাবছে, কত কথা তোলা পাড়া কর্‌ছে! বাহারেরও তাই; তারপর যেই দুই হাত এক হবে তখন গুল আর বাহারের দুই তরফা প্রাণ এক হ'য়ে দাঁড়াবে—গুল-বাহার।

গুল। একি। মা আর বাবা দু'জনে এইদিকে আসছেন, মুখের ভাবতো দু'জনের ভাল নয়! বাবা খুব রেগেছেন বলে মনে হচ্ছে, তোরা একটু আড়ালে যা, কি বলেন শুনি।

মাতব্বর ও খয়রা বিবির প্রবেশ

মাত। (জনান্তিকে খয়রা বিবির প্রতি) না! আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছে—ভূত চেপেছে! আমার মাথায় রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটছে, আমি কিছুতেই রাগ বরদাস্ত করতে পা ● ।

খয়রা। (জনান্তিকে) আঃ কি করছো! একটু স্থির হও না, আমি একাই ওকে কি রকম শুনিয়ে দিই দেখ না।

মাত। (জনান্তিকে) না না, যখন রেগেছি, তখন আমায় ভাল করে রাগতে দাও, আমি বেটাকে এই মুখের জোরে উড়িয়ে দেবো—উড়িয়ে দেবো। ব্যাটা পাজী, বদমাইস। এমন বাক্যবাণ মারবো যে ব্যাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবো।

খয়রা। আর এফোঁড় ওফোঁড় করতে হবে না—ভারি মুরোদ! তোমার কোন কথা কয়ে কাজ নেই, ক্ষমা দাও।

মাত। ক্ষমা দোব! আমি রাগে কাঁপছি—কাঁপছি।

গুল। (বাহারের প্রতি) একি! বাবা এমন রেগে কাঁপছেন কেন? এর পূর্ব্বে এঁকে তো কখনো এমন রাগতে দেখিনি!

বাহার। কিছুই তো বুঝতে পারছিনি।

মাত। গিন্নী, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, রাগে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। এই দেখ বুকের ভেতর আমার রাগ গুরগুর করে ঠেলে উঠছে, আমি পাজী ব্যাটাকে কিছু না বলে থাকতে পারছি নি। তুমি আমায় বাধা দিও না।

খয়রা। তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে এখান থেকে চলে যাবে কি আমায় বলতে পার ?

মাত। না আমি চলে যাব না, আমি গরম হয়ে উঠেছি—গরম হয়ে উঠেছি।

বাহার। (গুলেব প্রতি) ব্যাপারটা কি বলতে পার ?

গুল। না।

খয়রা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। একি ! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি কে আর আমি কে ? আমাব অবাধ্য হতে তোমাব সাহস হচ্ছে ? তবে কি বুঝবো তুমি আর আমার শাসনাধীন নও ?

মাত। দেখ, এ আমায় নিয়ে কথা, শুধু আমায় নিয়ে, তা ছাড়া, সব সময় কি আমায় তোমার হুকুম মেনে চলতে হবে ? যখন আমি ঠাণ্ডা মাথায় থাকবো, তখন তুমি যা বলবে তোমার হুকুম মেনে চলবো, কিন্তু যখন রেগেছি তখন আমি আর কারো নই।

খয়রা। এখনো তোমার মাথা গবম হয়ে বয়েছে। তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে অবাধ্য স্বামী পশুর সমান ?

মাত। বটে বটে ! কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করি কি করে ? আমার নিজের সম্মান যে শয়তান নষ্ট করতে উদ্যত সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর আমি চুপ করে থাকবো ?

খয়রা। তোমার সম্মান ? ও পাষণ্ড তো আমারই সম্মান নষ্ট করতে উদ্যত ! আমার মানের ঘরের চাবী আমার হাতে, তোমার হাতে নয় ! আমি যাকে ইচ্ছে তা বিলিয়ে দিতে পারি, তুমি কিছুতেই তা ধরে রাখতে

পার না। দেখ, ভালয় ভালয় বলছি, মিছে আমার রাগ বাড়িও না।

মাত। (স্বগতঃ) ঠিক! খুব বুদ্ধিমতীর মত কথাটা বলেছে! এ যুক্তি কাটবার যো নেই! (প্রকাশ্যে) ঠিক বলেছ! কিন্তু তবু যে আমি রাগ বরদাস্ত করতে পারছি নি। ইচ্ছে করছে, ঐ পাজী ব্যাটার মুণ্ডুটা ঘুসি মেরে ভেঙ্গে দিই!

খয়রা। দেখ, আমার বাবা বলতেন মানুষ যখন খুব রাগে, তখন যদি মনে মনে এক দুই তিন চার করে শ'টকে গোণে, তখনি তার রাগ জল হয়ে যায়। তুমি যদি না রাগ সামলাতে পার, মনে মনে তাই করবে!

মাত। বেশ বেশ। তবে আমি তোমার পেছনে থেকেই লড়াই করবো।

খয়রা। (বাহারের প্রতি) বেইমান! মর্য্যাদাহীন!

মাত। সাপের মত খল!

গুল। কি হয়েছে বাবা? মা, আপনি এমন করছেন কেন?

মাত। গুল, চলে আয় বেটী চলে আয়, ওকে ছুঁস্‌নি, চলে আয়! ওর বুকের ভিতরে সাপ কিল্‌বিল্‌ করছে, ওর পেটের ভিতরে হাঙ্গর কুমীরের বাসা, ও তোকে জ্যান্ত গিলবে জ্যান্ত গিলবে! চলে আয় বেটী—চলে আয়।

খয়রা। বর্ব্বর! নির্লজ্জ! বেয়াদব!

বাহা। খোদার দোহাই! বিবি, এ ভাষা আপনি কার উপর প্রয়োগ করছেন?

মাত। আবার মুখ নেড়ে কথা কচ্ছে! ওঃ—কিল—ঘুসি—চড়—কোন্‌টা ব্যবহার করি!

খয়রা। আবার ?

মাত। হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গিয়েছিলুম, রাগে সব ভুলে গিয়েছিলুম, ব্যাটাকে দেখলেই ইচ্ছে করে—এক দুই তিন চার! এক দুই তিন চার!

খয়রা। মাতব্বর সাহেবের পত্নীর সমাজে যে ভাবে চলা ফেরা উচিত, তার ব্যতিক্রম আমাতে কখন দেখেছ কি? তিন বৎসর আমার বিয়ে হয়েছে, আমার চরিত্র আমি বরফের মতন বরাবর কলঙ্কশূন্য করে রেখেছি, এমন কি মাতব্বর সাহেবকেও কখন একটা আঙ্গুলের দাগ বস্‌বার অবসর দিই নি—এ সবই কি তবে বৃথা ?

মাত। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার স্ত্রী যথার্থই অভেদ্য—দুর্ভেদ্য—একেবারে অখাদ্য!

খয়রা। এই যে এতদিন আমার সম্মান আমার মর্য্যাদা সাদা কাগজের মত ধপধপে রেখে চলেছি, সে কি তুমি তাতে কলঙ্কের আঁচোড় কাট্‌বে বলে ?

মাত। আমার স্ত্রীকে কি কেরামত মিঞার স্ত্রীর মত পেয়েছ যে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াবে? পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ধাঙ্গড় ব্যাটা, ষণ্ডা ষাঁড় ব্যাটা! ইচ্ছে কচ্ছে ব্যাটার মুণ্ডুটা কচমচিয়ে চিবিয়ে খাই! ওঃ কি বল্‌বো রাগ কিছু-তেই বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ছিনি। না—গিন্নি, আমায় একবার পেছোন ছেড়ে তোমার সাম্‌নে এসে লড়াই কর্‌তে দাও,— আমি ব্যাটাকে এক দুই তিন চার—এক দুই তিন চার!

বাহা। আমি অবাক হ'য়ে গেছি! আপনারা কি বল্‌ছেন আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনি।

মাত। তুই কি মনে করেছিস আমার মেয়ে একটা লম্পটের স্ত্রী হবে? কখন না। তোর সঙ্গে আমার মেয়ের বে দেব মনে ক'রেছিস? পাজী, জোচ্চোর, তোকে খুন কর্‌লেও আমার রাগ যায় না! খুন! খুন!

খয়রা। আবার? আবার?

মাত। হাঁ হাঁ ভুলে যাচ্ছি—ভুলে যাচ্ছি! এক দুই তিন চার—এক দুই তিন চার!

বাহার। (স্বগতঃ) এ দেখ্‌ছি কেরামত মিঞাব স্ত্রীর কাজ!

খয়রা। দেখ, তুমি গুলকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওর চোখের সামনে গুলকে আর বেখো না।

গুল। বাবা, আপনি অন্যায় রাগ ক'র্‌ছেন। ইনি কোন দোষেব দোষী নন।

মাত। ন্যায় অন্যায় বোঝবার তোর ক্ষমতা কিরে বেটী? আমি বুড়ো হ'য়ে মাথার চুল পাকালুম, আমিই ভাল মন্দ চিন্‌তে পার্‌লুম না, তুই চিন্‌বি কি করে? তুই চলে আয়, নইলে রাগে এখনি আমি একটা খুন খাবাপী করে ফেলব। চলে আয় বেটী—চলে আয়। এক দুই তিন চার—এক দুই তিন চার!

[গুলকে লইয়া প্রস্থান।

খয়রা। ছি ছি, তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করেছ! বিশেষতঃ এ কথা প্রকাশ করে! আতুসী বিবি আমাকে আর মাতব্বর সাহেবকে সব বলে গেছে! আমার উপর এতটুকুও অনুরাগ রাখা তোমার ভাল হয়নি! বিশেষতঃ তুমি জান যে আমি গুলের সৎমা! ছি ছি! কাজটা বড়ই নোংরা হয়েছে!

বাহার। আমি কোথায়? আমি কি জেগে? এটা দিন—না রাত্রি!

খয়রা। জান, স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা কাঁচের ঘর। আজ হয়ত আমি খুব ভাল আছি, কিন্তু কাল হয়ত বদলে যেতে পারি; কেন না রমণী-জীবনের কোন বিষয়েরই স্থিরতা নেই!

বাহার। বিবি, আমার কাতর অনুরোধ, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

খয়রা। প্রশ্ন? না—না আমায় কোন প্রশ্ন কোরো না, আমি কোন উত্তর দেব না।

বাহার। আচ্ছা, অনুগ্রহ করে আমার একটা কথা শুনুন।

খয়রা। শুন্‌বো? কখন না! এ সব কথা শোনা মহাপাপ! লোকে কথায় বলে শতেক কথায় সতী ভোলে।

বাহার। খোদার দোহাই!

খয়রা। ও নাম মুখে এনো না! তোমার মত মহাপাপীর ও নাম মুখে আনা উচিত নয়! তুমি মনে মনে আমায় ভালবাস, আবার গুলকে বে করবার জন্যেও প্রস্তুত, তোমার মত প্রতারক—দুটী নেই। হয়ত তুমি মনে কর্‌ছ, এটা পাপ নয়! আজ কাল অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেও তাই মনে করে!—বিশেষতঃ যদি এসব কাজ লুকিয়ে রাখা যায়! কিন্তু তবুও আমার ইজ্জত,—না, আমি কিছুতেই গুলের সঙ্গে তোমার বে হ'তে দেব না। আমি এ বে ভেঙ্গে দেবই দেব।

বাহার। একি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার! বিবি, আমি নতজানু হয়ে আপনাকে বল্‌ছি—

খয়রা। না—না ওঠ—ওঠ; লোক কথায় বলে পায়ে-পড়াকে পার

নেই—ওঠ। এ তোমারও দোষ নয় আমারও দোষ নয়, প্রেমের গতি কে রোধ করতে পারে? আমার রূপে যদি তুমি মুগ্ধ হও তাতে আমারই বা দোষ কি—তুমিই বা কি করবে! বড়ই আপশোষের কথা। আমাদের দু'জনেরই তা নিবারণ করবার কোন হাত নেই। আমরা এত দুর্ব্বল! কিন্তু তবু আমার—তোমার মর্য্যাদা—ঐ যে কে আসছে। আর আমি এখানে দাঁড়াতে পারি না, দাঁড়ান উচিত নয়। তুমি আপনাকে শোধরাবার চেষ্টা কর, আমার কাছে তুমি করুণার এক কণাও কখন পাবে না, এটা নিশ্চিত জেনে রেখ! তবে তাতে তোমার মনোভঙ্গ হবার কোন কারণ নেই! কিন্তু গুলের সঙ্গে বিয়ের কথা তুমি একেবারেই ভুলে যাও! বিয়ে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না! তাতে আমার রিষ বাড়বে! না, না, কি বলতে কি বলেছি! আমার রিষের কারণ কি? আমি ত তোমায় কোনদিনই ভালবাসি নি। আমার উপর তুমি কোন আশা রেখ না। ঐ কে আসছে? আমি পালাই। দেখ, অমন মন-মরা হ'য়েও থেক না।

[প্রস্থান।

বাহার। প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণীর কি ভীষণ দুরভিসন্ধি! এতো দেখছি আমার সর্ব্বনাশের প্রথম ধাপ। ভবিষ্যতে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

দাগাবাজের প্রবেশ

বাহার। কে দাগাবাজ? এস ভাই এস? আমি ডুবতে বসেছি। শয়তানী ঝড় তুলেছে! এইবারই আমি গেলুম!

দাগা। আমি সব জানি ভাই সব জানি। এইমাত্র দেখলুম, মাতব্বর সাহেব তার মেয়ে গুলবাহুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি কিছু ভেবোনা, কালকের মধ্যেই যদি তোমাদের দু'জনের বিয়ে দিতে না পারি, তা'হলে নিশ্চয় যেন বন্ধু, আমিও তোমার সঙ্গে ডুববো।

বাহার। যে ডুবে মরছে, সে যদি ধরবার জন্যে আর একখানা হাত তার পাশে দেখতে পায়, তা'হলেও সে অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারে বটে।

দাগা। ডুববে? কোন ভয় নেই দোস্ত, কোন ভয় নেই। স্ফূর্ত্তি কর—স্ফূর্ত্তি কর। তুমি ত জান না, আমি যে এখন আতুসী বিবির উকিল! আতুসী বিবি জানে আমি তোমার একজন পরম শত্রু। তার মতলবের ভেতরে যে আমিও আছি।

বাহার। (হাস্য) হা—হা—বল কি!

দাগা। আর বল কি! খোদার কসম, তার ষড়যন্ত্রের ভিতর যে আমিও একজন। হা—হা—হা—(উচ্চহাস্য) তোমাদের এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবার ভার আমিই তো নিয়েছি। যাতে তোমার বাবার দানপত্র অনুসারে কেরামত সাহেব তোমায় তোমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন, তার ব্যবস্থা করবো বলে আতুসী বিবির কাছে আমি যে দিব্যি করেছি! তার পর—হা—হা—হা (উচ্চহাস্য) আমি না হেসে আর থাকতে পারছিনি! তোমায় বলবো কি ভাই—হা—হা—হা (উচ্চহাস্য)—আতুসী বিবি তার মনের কপাট যে একেবারে আমার কাছে খুলে দিয়েছে। আমি এমন করবো যে তুমি মাঠে

মাঠে চরে বেড়াবে আর আমি—হা—হা—হা—(উচ্চহাস্য) তোমার পরিবর্ত্তে গুলবান্থকে বিয়ে করবো।

বাহার। (হাসিয়া) বটে বটে। তাহলে ভগবান দেখছি একেবারে আমার উপর বিরূপ নন্। দাগাবাজ, আমি বরাবরই জানি তুমি আমার প্রাণেব দোস্ত, আজ যথার্থই তার পরিচয় দিলে। তুমি দুষ্টা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিকে হার মানিয়েছ, তোমার বাহাদুরী আছে। খয়রা বিবি যে এ অদ্ভুত বিশ্বাস করেছে আমি তাকে ভালবাসি, এর মূলেও কি আতুসী বিবি আছেন ?

দাগা। নিশ্চয়ই ! আব আমিও তো তাতে একটু উসকে দিয়েছি। কেন জান ? একটু রকমারী হবে বলে, আর এর পরে এ নিয়ে খুব আমোদ কবা যাবে বলে। প্রথমটা বোধ হয় মাগী খুব ক্ষেপে উঠেছিল।

বাহার। হা—হা—হা—(উচ্চহাস্য) ক্ষেপা বলে ক্ষেপা !·আমি তার রকমসকম দেখে আঁৎকে উঠেছিলুম, তুমি যদি না এসে পড়তে তাহলে মাগী যে কি করতো তা বলা যায় না।

দাগা। হা হা হা। আমি জানি ওটা ঐ রকম। শোন ভাই, মজা শোন। আতুসী বিবির বরাবরই তোমার উপর রিষ তা জান, তার মোটেই ইচ্ছে নয় যে গুলবান্থর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। আমি কোনরকমে তার মত বদলাতে না পেরে শেষকালে এক চাল চাললুম।

বাহার। কি বল দেখি ?

দাগা। এই ভাব দেখালুম যে, আমি গুলবান্থকে অনেক দিন থেকেই মনে মনে ভালবাসি ; আর তোমার উপর 'আমার

বেজায় রাগ! নষ্ট মাগী ঝাঁ করে এ কথাটায় বিশ্বাস করে ফেললে। মনে করলে তোমাদের এ বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ায় তারও যেমন স্বার্থ আমারও তেমনি স্বার্থ। বস্—প্রাণের কথা খুলে সবই আমায় বল্লে। তোমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য আমি হলেম এখন আতুসী বিবির উকিল। শেষকালে এই সাব্যস্ত হ'ল যে তোমাদের বিয়েটা ভেঙ্গে দিতে পারলেই আতুসী বিবি গুলবাহুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন, কেরামৎ সাহেবকে দিয়ে তোমাকে তোমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দেওয়াবেন,—যা আমি খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহিব!

বাহার। হা—হা—হা। তাহলে দেখছি আতুসী বিবি সব বিষয়েই মুক্তহস্ত। আচ্ছা তুমি এখন কি করবে ঠাওরাচ্ছ বল দেখি?

দাগা। সে কথা এখন আমি তোমাকে বলবো না। তবে এ কথাও বলতে পারি তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে ঘুমোও গে। আমি সব উল্টে পাল্টে দিয়ে তোমার যাতে সুবিধে হয় তা করবোই করবো। দেখ, তুমি এক কাজ কর, বরং ঘণ্টা খানেক বাদে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, আমাদের কোন্ পথে চলা উচিত আমি সেই সময় বলবো।

বাহার। বেশ বেশ! ঈশ্বর করুন তোমার অভিসন্ধি পূর্ণ হোক।

[বাহারের প্রস্থান।

দাগা। বাহার! জান না যে তুমি আমার উন্নতির পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক। গুলবাহু! তোমাকে ভালবাসি, তাই আজ আমাকে এই প্রতারক সাজতে হয়েছে। আর প্রতারক!

কিসের প্রতারণা? বন্ধুত্ব বল, মনুষ্যত্ব বল, আত্মীয়তা বল—ভালবাসা তো চিরকালই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নিজের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে! ভালবাসা মা বাপকেই পর করে দেয়, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলিয়ে দেয়, মিত্রকে শত্রু করে। প্রতিদ্বন্দ্বী! ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত বেইমানিকে মনুষ্য সমাজে চিরদিনই তো উজ্জ্বল করে তোলে। তবে আমার দোষ কি? তবে এক কথা—সততা! কিন্তু আমি জানি এই সততার মত ভীষণ শত্রু মানুষের আর নেই। যে সৎ, সে বিবেকচালিত হ'য়ে পরকে ঠকায় না বটে, কিন্তু নিজেকে যে প্রতি পদে ঠকায় তার কোন ভুল নেই। তবে আমি সৎ হতে যাব কেন? পরকে ঠকানও যদি মহাপাপ, আত্মবঞ্চনাও কি মহা অপরাধ নয়? তা হলে সততার পরিবর্ত্তে যদি আমি কপটতাকে বেছে নিই, তা হলে দোষ কি? যে মুখ দিয়ে সত্য কথা বলি সেই মুখ দিয়েই তো মিথ্যা কথা উচ্চারণ করি! সত্য আর মিথ্যা আলাদা করে বলবার জন্য ভগবান্ তো মানুষকে দু'টো করে জিব দেন নি? যে জিহ্বায় 'হাঁ' বলি, সেই জিহ্বায় ত তেমনি করে 'না' বলতে পারি—কিছু ত বাধে না? মানুষ বোকা হয় কেন? ঠকে কেন? বন্ধু কিম্বা প্রণয়ীর শপথে বিশ্বাস করে কেন? যখন প্রত্যেক মানুষই বেশ করে নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁচিয়ে দেখলে দেখতে পায় যে, সেখানে কত ময়লা, কত আবর্জ্জনা, কত জুচ্চুরী, বেইমানি লুকিয়ে আছে! তা হলে আমার দোষ কি? আমার দোষ কি? [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

আতুসী বিবির কক্ষ

আতুসী বিবি ও কেরামৎ সাহেব আসীন

কেরা। এ কথা সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি না। বাহারের মত ছেলে হয় না! তার যে এমন নীচ প্রকৃতি হবে একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।

আতু। নইলে তুমি কি মনে কর কোন স্ত্রীলোক শুধু শুধু এ কথা তুলতে পারে? আর তার স্বামী পর্য্যন্ত বিশ্বাস ক'রে বাহারের সঙ্গে তার মেয়ের বে ভেঙ্গে দিলে! তা হলে বল তার স্বামীও একটা আহাম্মক!

কেরা। মাতব্বর মিঞার কাজটা বড় ভাল হয়নি। একটা উড়ো কথা শুনে, যার কোন প্রমাণ প্রয়োগ নেই—

আতু। কথা এমনি উড়োই হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মেয়েলি শাস্ত্রে বলে—"যা রটে তা কতক বটে।"

কেরা। আরে রেখে দাও তোমার মেয়েলি শাস্ত্র। আচ্ছা, তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি তোমার কি এ কথা বিশ্বাস হয়?

আতু। তা আমি জানি না। আমার কোন কথা না কওয়াই ভাল। বাহারের কোন অনিষ্ট হয় এ আমার ইচ্ছা নয়! আমি কেন কথা কয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে যাব?

কেরা। তা হলে কি তুমি এ কথা বিশ্বাস কর?

আতু। আমি বিশ্বাস করি না করি সে কথায় তোমার দরকার কি?

আমি হয় ত বাহার সম্বন্ধে আরও কিছু শুনলে অবিশ্বাস করতে পারতুম না। কেন—কি কারণ—তা আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না। আর সে কথা তোমার কাণে তোলবারও নয়।

কেরা। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনি। আরও কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে নাকি? (প্রকাশ্যে) আমার কাণে তোলবার নয়। কি এমন কথা? তা হলে নিশ্চয়ই সে কথায় আমার কোন সংস্রব আছে।

আতু। যতক্ষণ তুমি না শুনবে ততক্ষণ তোমার কোন সংস্রবই নেই। আমি শুনেছি, যা হবার আমার উপর দিয়েই হয়ে গেছে। তোমার পায়ে পড়ি আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা।

কেরা। জিজ্ঞাসা করবো না কি? আমি ক্রমশই যে আশ্চয্য হয়ে যাচ্ছি। বাহার সম্বন্ধে তুমি কি জান সব আমায় খুলে বল।

আতু। দেখ যা হবার তা হয়ে গেছে। যে দুর্ঘটনা নিবারণ করা যাবে না, তা না শোনাই ভাল।

কেরা। আমি শুন্‌বোই।

আতু। কখন নয়।

কেরা। তা হবে না—আমার জীবন পণ।

আতু। কিন্তু বলা না বলা তো আমার হাত?

কেরা। হাঁ তোমার হাত বলেই আমি এত পেড়াপিড়ী করে বলছি! তুমি আমার স্ত্রী, তুমি যা জান তা আমার জানা উচিত। আমায় বলা তোমার কর্ত্তব্য।

আতু। না—না—নাথ! তুমি আমায় বেশী বোলো না। আমার মনে

কি আছে, নাই বা তুমি জানলে ! এত উত্তেজিতই বা হচ্ছো কেন ? তোমার বিচলিত হবার কোন কারণ নেই, রাগ কোরোনা—দোহাই তোমার। এখন দেখছি আমাব মোটে কথা না কওয়াই ছিল ভাল। তোমার রকমসকম দেখে আমাব ভয় হচ্ছে। তুমি হেসে কথা কও, নইলে আমি এখনি এখান থেকে চলে যাব, তোমাব সঙ্গে আব কথা কব না।

কেবা। বেশ—বেশ।

আতু। না! তুমি অমন শুধু শুধু মুখ ভার করে রয়েছ কেন ? ও কিচ্ছুই নয়—কেবল—

কেরা। কি কেবল ?

আতু। আগে তুমি বল রাগবে না ? আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি কর! বল, বাহারের উপর এতটুকুও চটবে না ? আমি ঠিক জানি সে লজ্জায় মরমে মরে আছে! সে খুব দুঃখিত।

কেরা। সে খুব দুঃখিত। দুঃখিত কেন ? ব্যাপার কি খুলে সব বল।

আতু। ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়!—ও ধর কিছুই নয়! আমার মনে হয় বাহার খেয়ালের বশে, আমার উপরই যে একদিন কেমন কেমন ভাব দেখিয়েছিল, আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু লোকে দেখলে শুনলে কথাটা দাঁড়ায় খারাপই তো ?

কেরা। এ আমি কি শুনছি! নরক! নরক!

আতু। হয়ত মনে করেছিল তোমার সঙ্গে ঘনিষ্টতা ত আছেই, আমার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ ঘনিষ্টতা করে। হা—হা—হা—চোঁড়া-

গুলোর মুখে আগুন। তা যাক, তুমি এ নিয়ে আর মাথা গরম কোরো না। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে।

কেরা। না না—সব জাহান্নমে যাক!

আতু। আমার মাথা খাও বেগোনা। যা হয়ে গেছে—গেছে। আমি এ সব কথা গায়েও মাখিনি ভুলেই গেছি, আর সেও বোধ হয় ভুলে গেছে। কেন না এই দু'দিন এই সব কথা নিয়ে তাকে কোন উচ্চ বাচ্য করতে শুনিনি।

কেরা। দু'দিন? সবে দু'দিন? দু'দিন আগে নরাধম তোমায় এই পাপ কথা বলেছে? নাঃ—আমি তাকে চাবকাতে চাবকাতে রাস্তায় বার করে দেব। তার বাপের সম্পত্তির একটা কড়িও সে পাবে না।

আতু। দেখ, তোমার পায়ে পড়ি তুমি অত রেগো না। তুমি যদি এই নিয়ে প্রকাশ্য ভাবে তাকে শাস্তি দাও, তা হলে আমার কলঙ্ক রাখবার ঠাঁই থাকবে না। হাটে মাঠে ঘাটে লোকে ডাল পালা দিয়ে কত রকমে বটাবে, তাতে তোমারও কিছু মান বাড়বে না।

কেরা। অকৃতজ্ঞ! পশু! কত দিন থেকে তোমার উপর তার এই রকম ব্যাভার?

আতু। হায় খোদা! এই সব কথা বলবার আগে যদি আমার দু'টী ঠোঁট জুড়ে এক হয়ে যেত। প্রায় বছর ঘুরতে চললো। দেখ এখন আমি আর তোমায় বেশী কিছু বলবো না। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও তার পর সব বলবো। তুমি অন্যায় রাগনি। বাহার এমন করবে এ কথা স্বপনেও মনে হয়নি! তুমি একটু বাইরের বাগানটায় বেড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে এস—

তুমি ঘরে শুয়ে থাকবে আমি তোমার গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে সব কথা বলবো।

কেরা। বেশ তাই হবে! আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

আতু। তুমি এস, বেশী দেরী করো না। আমি এলুম বলে।

[কেরামতের প্রস্থান।

অন্য দিক দিয়া দাগাবাজের প্রবেশ

দাগা। চমৎকার! চমৎকার! ঠিক বিষ ঢেলেছ। আমার সাহায্যের কিছু দরকার হয়নি। যদিও আমি প্রস্তুত হয়েছিলুম, যদি তোমার কোন জায়গায় আটকাত, আমি খেই ধরিয়ে দিতুম।

আতু। তুমি কি বাহারকে দেখেছ?

দাগা। হাঁ, তার এখনি এখানে আসবার কথা আছে।

আতু। ঘা খেয়ে খুব মুসড়ে গেছে—না?

দাগা। ততটা মোসড়ায় নি। সে জানে আমি তার পক্ষ! সেই জন্যেই তো হেসে উড়িয়ে দিলে। তুমি আর কি কি মতলব কর তাই জানবার জন্যে আমায় তার ওকালতনামা দিয়েছে। আমি এখন দু'তরফেরই উকিল! তুমি যে মতলব এঁটেছ, এতেই তার আশা একেবারে ফরসা হয়ে যাবে। তবে এখন কাজটা যত শীগগির শেষ হয় ততই ভাল!

আতু। যত শিগগির কি! আজ রাত্রের মধ্যেই আমার স্বামীকে এমন তৈরি করে রাখব যে কাল সকালেই বাড়ী থেকে তাকে বার করে দেবে! আর বিয়ে ত ভেঙ্গে গেছেই। তুমি কেবল এইটে কোরো আজ আর আমার স্বামীর সঙ্গে তার দেখা না হয়।

দাগা। না কিছুতেই না! বরং কেরামত সাহেবের রাগ আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। আর দেখ, সঙ্গে সঙ্গে আমার উপরও তাঁর একটা বিশ্বাস জন্মে দিলে হয় না?

..তু। কি করে?

দাগা। এই ধর না, তুমি যদি বল যে বাহারের বন্ধু বলে আমি সব জানি আর আমি তাকে এই দুষ্কার্য্য হতে নিবৃত্ত করেছি, তাহলে কেরামত মিঞা আমাকে খুব বন্ধু বলেই মনে করবে?

আতু। তাতে কি হবে?

দাগা। তাতে আমার আরও যা মতলব আছে তা সহজেই সিদ্ধ হবে! (স্বগতঃ) তাতে তোমাকেও ফাঁকি দেব, কেরামত মিঞাকেও ফাঁকি দেব, বাহারকে ত দেবই! আর কাকে যে দেব না তা বল্‌তে পারি না।

আতু। আচ্ছা, আমি তা করবো। বরং এও বলবো যে একদিন বাহার আমায় আক্রমণ করতে এসেছিল, তুমিই সে সময় তাকে বাধা দিয়ে আমার ইজ্জত রক্ষা করেছ।

দাগা। চমৎকার! তোমার মাথা দেখছি খুব সাফ্! সাতটা উকিল মরে তুমি জন্মেছ। তুমি যাও, দেরী করো না! বুড়োকে বেশ করে গড়ে তোলগে।

আতু দেখ, রাত্রি আটটার সময় তুমি আমার শোবার ঘরে যেও, আমি কত দূর কি করতে পারি তোমায় তখন বলবো।

দাগা। আচ্ছা।

[আতসীর প্রস্থান।

এর উপর আর আমার কোন লালসা নেই, একদিন ছিল! এখন যেন এ আমাব বিয়ে করা স্ত্রী! এর আর কোন আকর্ষণ নেই। এখন গুল-ই আমার সর্ব্বস্ব। কিন্তু সে কথা একে ঘৃণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হবে না! এ অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণা। যদি জানতে পারে, আমাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বে। এই যে, বাহার এই দিকেই আসছে। খুব চিন্তিত। কি করবো? আটটার সময় দেখা করতে বলে গেল। আটটা—ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! এই আটটাতেই আগুন জ্বালবো! কেরামত মিঞাকে তার আগে একবার দেখা করে গ'ড়ে রাখতে পারলে হয়, তা হলেই বস্—বোড়ের কিস্তীতে বাজী মাৎ। আমি সবাইকেই ঠকাব! ঠকিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেব! এই যে আসছে,—রোস।

(বাহারের প্রবেশ। দাগাবাজ যেন না দেখিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল।)

ওঃ পৃথিবীতে এত পাপও থাকতে পারে?

বাহা। কি হে, খবর কি! এত কি ভাবছ?

দাগা। একি! বাহার? আরে এস—এস! আমি আর চেপে রাখতে পারছি নি! আতুসী বিবি এই মাত্র এখান থেকে গেলেন।

বাহা। আর আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে যা যা দরকার তোমায় সব বলে গেলেন তো?

দাগা। শুধু বলে গেলেন ত্ব'জনে কত পরামর্শই হোল!

বাহা। কি রকম?

দাগা। যেমন দুই অছি মিলে এক গো-বেচারা নাবালকের সর্ব্ব-

নাশ করবার জন্ত পরামর্শ করে, সেই রকম! যাক্ অত কথা শোনায় তোমার দরকার নেই। তুমি এক কাজ করতে পারবে? কি বল, আজ রাত আটটার সময় তার শোবার ঘরে গিয়ে দেখা করতে পারবে?

বাহা। তার চেয়ে বলনা কেন পাঁজার আগুনের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

দাগা। না ঠাট্টা নয় শোন; আমার সঙ্গে কথা আছে আমি গোপনে আজ ঠিক আটটায় আতুসী বিবির ঘরে তার সঙ্গে দেখা করবো।

বাহা। বেশ তাতে আমার কি?

দাগা। আহা হা—তোমার কি তাই শোন। নষ্ট মাগীদের কি ক'রে জব্দ করতে হয় তুমিত তা জান না, আমি সব জানি। আমি যাবার একটুখানি পরেই তুমি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাদের ধরে ফেলবে। আমার উপর খুব রেগে যাবে, আমি পালাব—আতুসী বিবিকেও খুব কড়া কড়া শুনিয়ে দেবে। মাগী একেবারে তোমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে! আর কখনো তোমার শত্রুতা করতে সাহস করবে না—পাছে তুমি ওর সব কথা প্রকাশ করে দাও এই ভয়ে। দেখবে এ ঘটনার পর সে তোমার পক্ষ নেবেই নেবে।

বাহা। দেখ, এ মন্দ মতলব নয়; তোমার বুদ্ধিকে বলিহারী! মাগী যে রকম নষ্ট, ওকে এই রকম করেই অপদস্থ করা উচিত। কেরামৎ মিঞা কোত্থেকে বুড়ো বয়েসে এক বেশ্যাকে বে করে নিয়ে এলেন! মাগী তাঁরও সর্ব্বনাশ করলে, আমারও সর্ব্বনাশ করলে!

দাগা। আর বেশী দিন সর্ব্বনাশ করতে হবে না, এইবার ওকে ফাঁদে ফেলছি। দেখ, তুমি আটটা বাজবার একটু আগেই আতুসী বিবির ঘরে ঢুকে পরদার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। কেন না আমরা দু'জন একত্র হলে মাগী ঘরে চাবী দিতে পারে।

বাহা। তুমি ঠিক বলেছ।

দাগা। তুমি দেরী কোরো না, যাও, দেখো ঠিক সময়ে হাজির হতে ভুলো না!

বাহা। এ কি আর ভুলি? এর উপর আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। দাগাবাজ, তোমার মত বন্ধু আমার আর নেই। তুমি যখন আমার সহায়, আমি কিছু ভাবি নি।

[প্রস্থান।

দাগা। এখন দেখতে বেশ! কিন্তু খেলা যখন ঘুরে দাঁড়াবে তখন সকলকেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হতে হবে।

কেরামতের প্রবেশ

কেরা। এই যে দাগাবাজ! আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম।

দাগা। আপনার আজ্ঞা পালন করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

কেরা। তুমি আমার বাধ্য তা জানি। তুমি আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী!

দাগা। তার অন্যথায় যে নেমকহারামী হয় প্রভু! আপনার খেয়ে আমি মানুষ। আপনার মঙ্গল কামনা করাই আমার কর্ত্তব্য।

কেরা। যথেষ্ট—যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছ। তুমি আমার বন্ধু, আত্মীয়, তুমি আমার যে উপকার করেছ তা আর কি বলবো? বাহারের কুৎসিৎ কার্য্য জেনেও তুমি যে এতদিন তা প্রকাশ করনি, তোমার এ মহত্ত্ব আমি কখনই ভুলবো না।

দাগা। আজ্ঞে—

কেরা। আর আজ্ঞে নয়। আমার স্ত্রীর মুখে সব শুনেছি। দুর্বৃত্ত আমার স্ত্রীকে একদিন আক্রমণ করতে গিয়েছিল! অসহায়া অবলার সতীত্ব তুমিই সেদিন রক্ষা করেছ। বাহারকে আর তুমি বন্ধু বলে গণ্য কোরো না।

দাগা! আমি কি উত্তর দেব বলুন! এ ক্ষেত্রে আমার কথা না কওয়াই উচিত।

কেরা। না, তোমার কথা কওয়াই উচিত। বাহাব তোমাব বন্ধু—আমি তোমার প্রতিপালক!

দাগা। এইবার আপনি আমায় নিরুত্তর করলেন; বাহার ছেলে-মানুষীর ঝোঁকে—

কেরা। একে তুমি ছেলেমানুষীর ঝোঁক বল? এর চেয়ে শয়তানী আর কি থাকতে পারে? আমি তার পিতৃবন্ধু—অভিভাবক, আর আমার স্ত্রীর প্রতি তার এইরূপ কদর্য্য ব্যাভার!

দাগা। আজ্ঞে কাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত, তার আর সন্দেহ কি! তবু যদি বুঝতুম এখন তার ঝোঁক কেটেছে।

কেরা। এখনও ঝোঁক কাটেনি? নরাধম! তুমি কিছু প্রমাণ দিতে পার? চাক্ষুষ প্রমাণ? তা হলে আমি একবার দেখিয়ে দিই, তার সঙ্গে কি রকম ব্যাভার করতে হয়।

দাগা। আজ্ঞে—কাজটা আমার পক্ষে—

কেরা। তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? তুমি কি তাকে ভয় কর?

দাগা। আজ্ঞে ভয় নয়, সে আমার বন্ধু!

কেরা। তার মত নীচাত্মার সঙ্গে তোমার মত মহতের বন্ধুত্ব হতেই পারে না। যদি তুমি কিছু জান, আমায় প্রমাণ দাও।

দাগা। আপনার আজ্ঞা পালন না করা আমার পক্ষে ঘোরতর বেইমানী। আমি নিয়তই তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে নিবৃত্ত হবার পাত্র নয়! আমি আজই তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তার কি একটা মতলব আছে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আমি কিছুক্ষণ পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

কেরা। বেশ! যদি তুমি প্রমাণ দিতে পার, তোমায় আশাতীত পুরস্কার দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আতুসী বিবির শয়ন-কক্ষ

বাহারের প্রবেশ

বাহা। বলিহারী দাগাবাজের বুদ্ধি! আতুসী বিবি, তুমি আমার সর্ব্বনাশের জন্য ফিরছ, আজ আমি কড়ায় গণ্ডায় তার শোধ দিয়ে যাব। ওঃ—এমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকও হয়? হাসে, মিষ্টি কথা কয়, সরল স্বামীর উন্মুক্ত বক্ষে ঘুমিয়ে থাকে, যেন কত ভালমানুষ—কিন্তু তার অন্তরে বিষের ছুরি! কেরামত সাহেবকে এর পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখে পাপীয়সীর কুকীর্ত্তি দেখাতে পারতুম তাহলে আমার রাগ যেত! ঐ যে বিবি এইদিকেই আসছেন। এখনও আনে

না কি বারুদের স্তূপ ওর পায়ের নীচে লুকোনো আছে ! যাই আমি লুকোই গে !

(পর্দ্দার অন্তরালে লুক্কায়িত হওন)

আতুসীর প্রবেশ

আতু। ঠিক্ আট্‌টা। দাগাবাজ এখনও এলোনা কেন? আমার স্বামী বাইরে গেছেন, ঘণ্টা খানেক এখন ফিরবে না নিশ্চয়। দেরী করছে কেন কিছুই ত বুঝতে পারছিনি ! কত দূর কি করলে কে জানে ?

দাগাবাজের প্রবেশ

আমি তোমার দেরী দেখে তোমায় মনে মনে কত গাল দিচ্ছিলুম !

দাগা। তোমার গালাগালিও আমার কাছে মিষ্টি !

আতু। ও তোমার মুখের কথা ! আমার উপর তোমার আর টান নেই !

দাগা। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ এ টান কি যাবে ?

আতু। দাঁড়াও, আগে দরজায় চাবী দিয়ে আসি। কি জানি যদি কেউ এসে পড়ে। তার পর তোমার কত টান আমি বুঝে নিচ্ছি।

(চাবী দিতে অগ্রসর হইল)

দাগা। (স্বগতঃ) তুমি যে চাবী দেবে এ আমি আগেই জানতুম ! সেই জন্যে আমি পাশের দরজা আগে থাকতেই খুলে রেখেছি !

আতু। এইবার আমরা নিশ্চিন্ত।

দাগা। তোমার সমস্ত কাজেই যেন এই রকম লুকোনো থাকে!

(অন্তরাল হইতে বাহাবের অগ্রসর হওন)

বাহা। আর তোমাদের সমস্ত বেইমানী যেন এমনি করে প্রকাশ হয়ে পড়ে!

আতু। এঁ্যা! একি!

বাহা। (তরবারি খুলিয়া দাগাবাজের প্রতি) শয়তান!

দাগা। প্রাণ বাঁচাবার সিধে রাস্তা হচ্ছে এই—

[দ্রুত প্রস্থান।

বাহা। নরাধম আগে থাকতেই পালাবার পথ ঠিক করে রেখেছিল! কিন্তু তোমাকে আমি পালাতে দিচ্ছি না বিবি, এই আমি পথ আগলে দাঁড়ালুম!

আতু। তোমার মাথায় বাজ পড়ে না? ঝঞ্ঝায় তোমাকে, আমাকে, এ দুনিয়াটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় না! ওঃ—ইচ্ছে করছে নিজের হৃদপিণ্ড নিজে উপড়ে ফেলি। আপনার গলা আপনি টিপে এ দারুণ অপমান থেকে মুক্ত হই।

বাহা। স্থির হও বিবি!

আতু। তুমি উচ্ছন্ন যাও!

বাহা। তোমায় বড়শীতে গেঁথেছি, যত ঝটাপটী করবে নিজেই তত বেদম হয়ে পড়বে, কিন্তু পালাতে পারবে না।

আতু। আমি নিজের দম বন্ধ করে এখনি মরবো।

বাহা। মরাটা অত সোজা নয়।—বিশেষতঃ তোমার মত দুশ্চরিত্রার। দাঁড়াও, আগে তোমার কলঙ্কের কথা কেরামত সাহেবকে বলি, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।।

আতু। কি করবো,—কি বলবো,—কোথায় ছুটে পালাব? নরক এখনি আমায় গ্রাস করুক।

বাহা। নরক সেই দিনই তোমায় গ্রাস ক'রেছে—যে দিন তুমি তোমার স্বামীর বিশ্বাস হাবিয়েছ। তুমি তা বুঝতে পারনি। কেন না নরক স্বর্গেব মতই এতদিন তোমায় খুব সুখে রেখে-ছিল; কিন্তু এইবাব পাশা উলটেছে, আমার বোধ হয় অনু-তাপেব প্রবল জ্বালায় এইবার তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে।

আতু। (স্বগতঃ) হায় এ বক্ষের স্পন্দন একেবারে থেমে যায় না? এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হয় না? (ক্রন্দন)

বাহা। কাঁদ—কাঁদ, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হোক।

আতু। এক মুহূর্ত্তে কি হয়ে গেল? এখন থেকে আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজেই শিউরে উঠবো! দেখ, তুমি আমায় ক্ষমা কর; এ কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরো না! গুরুতর পাপ আমি এখনও কিছু করিনি। পাপের পথে পা বাড়াতেই তুমি আমায় বাধা দিয়েছ। তুমি আমায় বিশ্বাস কর, আমার এ কথা প্রকাশ কোরো না।

বাহা। তোমার কথা কি সত্য?

আতু। হ্যাঁ সত্য। আমি দিব্যি করে বলছি এখন থেকে আমি শোধরাব। আমাব ভবিষ্যৎ আচরণের প্রতি তুমি খর দৃষ্টি রেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে। আমার এ চোখের জল মিছে নয়, আমার বুকের রক্ত অনুতাপের আগুনে বাষ্প হয়ে চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে। যদি আর কখনো আমার পদস্খলন হতে দেখ, তুমি আমায় যে শাস্তি হয় দিও! তখন আমি আর তোমার কাছে কোন ক্ষমা চাইব না। আমি তোমায়

সর্ব্ব সুখে সুখী করবো। গুলবাহুর সঙ্গে কালই তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। তুমি আমার এ পাপ কথা প্রকাশ কোরো না, আমায় ক্ষমা কর।

বাহা। ভাল, এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তোমার প্রত্যেক ভাল কাজে আমি তোমার সহায় হব।

একান্তে দাগাবাজ ও কেরামত মিঞার প্রবেশ

দাগা। দেখুন আমার কথা রাখলুম—ঐ বাহার! কিন্তু আমি আর ওকে এখন দেখা দেব না।

[প্রস্থান।

কেরা। (স্বগতঃ) নরক! নরক! আহা আমার স্ত্রী কাঁদছে।

আতু। (নতজানু হইয়া) ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। (স্বগতঃ) একি! আমার স্বামী! ভাগ্য দেখছি এখনও বিরূপ নয়; এখনও আমার জিত কাত।

বাহা। না না আমি মিনতি করছি, তুমি ওঠ।

আতু। কখন না—কখন না। আমি মাটীতে পড়ে থাকবো। বরং কবরে যাব, তবু তোমার কথায় সম্মত হয়ে আমার সতীত্বকে জলাঞ্জলি দিতে পারবো না। এ অস্বাভাবিক কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

বাহা। এ্যাঁ!

আতু। তুমি কি করছো তুমি তা জাননা। নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। নইলে এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব করতে তুমি কি করে সাহস করলে! তুমি এ পর্য্যন্ত আমায় যা বলেছ আমি সব ভুলে যাব! খোদার দোহাই—তুমি দেখ আমার

কাছে এ পাপ কথা আর কখনও উচ্চারণ করো না। আমার স্বামী জীবিত—আহা! আমাব অমন স্বামী—আমার দেবতা স্বামী—নিত্য আমি যাঁর পূজা না ক'রে জল খাই নি—সেই স্বামীর আদরিণী স্ত্রী হয়ে আমায় আজ এমন কথা শুনতে হ'ল। পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাপ করেছিলুম জানিনি। হায়—হায়! এ কথা শোনবার আগে আমাব মরণ হ'ল না কেন? মরণ হ'ল না কেন?

কেরা। আহা আদর্শ সতী! আদর্শ! ওঃ কি ভাগ্যবান্ আমি যে এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছিলুম!

বাহা। কোথায় প্রলয়!

কেরা। তোমার সম্মুখে!—কুত্তা কি কুত্তা! তোর হীন প্রাণের কোন প্রয়োজন নাই।

(তববারি উন্মোচন)

আতু। (তববারি ধবিয়া) হা ভগবান! আমার স্বামী? ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও! ঈশ্বরের দোহাই—ক্ষান্ত হও।

বাহা। একি! কেরামত সাহেব! কি সর্ব্বনাশ!

আতু। অত রেগো না! তুমি যে বড় ভালমানুষ, তোমার অত রাগা ভাল নয়। দেখতে পাচ্ছ না বাহার পাগল হয়েছে! সে কি করছে নিজেই জানে না। মুখের দিকে চেয়ে দেখ, বেচারা একেবারেই থতিয়ে গেছে!

বাহা। পাগল হইনি, দুষ্টা স্ত্রীলোকের কার্য্য কলাপ দেখে অবাক্ হয়েছি!

আতু। দেখছ না! ভয়ে কি আবোল তাবোল বকছে! আমার সামনে থেকে দূর হ! কুক্ষণে আমি তোর

অভিভাবক হয়েছিলুম, তোকে ছেলের মত ক'রে মানুষ ক'রে-ছিলুম! তোর মুখ আর কখনও আমায় দেখাসনি। যদি আর কখনও ও মুখ দেখি, তাহলে তরোয়াল দিয়ে তার উপরে লিখে দেব "জীবন্ত শয়তান!"

বাহা। আমি যাব না, কখন যাব না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বুঝতে না পারি আমার কি দোষ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি তোব সমস্ত কুকীর্ত্তি জন-সমাজে প্রকাশ করতে পারি। নরকেব সমস্ত অনুচর যদি তোব সহায় হয়, তথাপি আমার সঙ্কল্প কেও ব্যর্থ করতে পারবে না।

আতু। হায় হায় আবার কবিতা আওড়ান হচ্ছে। চলে এস নাথ। চলে এস। এখানে থাকলে তোমার রাগ বাড়বে বৈত নয়।

বাহা। সত্যই কি আমার কথা আপনি শুনবেন না? সত্যই আপনি যাকে স্ত্রী বলছেন, সে আপনার স্ত্রী নয়—শয়তানী—পিশাচী—কুলটা!

কেরা। সত্যই দেখছি ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেছে। দাগাবাজকে এর কাছে পাঠিয়ে দিই।

বাহা। তাকে আপনার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন!

আতু। চলে এস, চলে এস, প্রাণেশ্বর চলে এস। আমার বুক ধড় ফড় করছে; আমি এখনি মূর্চ্ছা যাব!

[উভয়ের প্রস্থান।

বাহা। কি করবো? কোথায় যাব? কোথা থেকে কি হয়ে গেল; কিছুই ত বুঝতে পারলুম না। বলে নক্ষত্র মানুষের অদৃষ্ট গড়ে ভাঙ্গে; তা যদি সত্য হয়, তা'লে গ্রহগণ শুধু খেয়ালের

বশীভূত। ব'লে গেল দাগাবাজকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। দাগাবাজ ভিন্ন এ সময়ে আমার বন্ধু কে—দেখি সে কি বলে। ওঃ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক পৃথিবীর অভিশাপ! মর্ত্ত্যে কুলটার ন্যায় পিশাচী নরকেও বিরল!

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

রঙ্গিণীগণ

গীত

হাঃ হাঃ হাঃ ক্যা মজাদার দুনিয়াদারী।
সদা চোখে ঝাপ্‌সা দেখি কালা ধলা চিনতে নারি।
হেথা জেল-খাটা চোর বেড়ায় সাধু সেজে
সোণার লঙ্কা পোড়ায় হেসে আগুন বেঁধে ল্যাজে,
ঘর-মজানে পর-মজানে করে উভয় পক্ষে ডিক্রীজারী॥
লেখা পড়ার পালিস করা মাজা ঘসা চাল
হেসে কথা কয়, আড় চোখেতে চায়, বাগিয়ে আছে জাল
চুনো পুঁটী দেয় না বাদ ক'রে শিকার রকমারী।
(সুযোগ বুঝে পকেট মারে)
দেখলে অবলা মানুষ
মুখ পোড়াদের থাকে নাক হুঁস
নেড়ে নেল নেলে জিব বেড়ায় ঘুরে ক'রে কত চাতুরী
ছুমুখো সাপ নামটী তাদের সহজে দেয় না ধরা—বাহাদুরী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আতুসীর কক্ষ

আতুসী ও দাগাবাজ

আতু। কেমন খেলা ঘুরিয়ে দিলুম বল দেখি? আমার বুড়ো কোত্থেকে সে সময় এসে প'ড়ে কি বিভ্রাটই বাধিয়েছিল! কিন্তু শুধু আমার মতলবে দাঁড়াল, "যার শিল যার নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!"

দাগা। তোমার এখন জোর বরাত, তুমি এখন ধুলো মুটো ধরলে সোণা মুটো হবে।

আতু। বুড়োটা কি করে এসে পড়ল বল দেখি?

দাগা। ভগবান জানেন। আমি তো তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেলুম, আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াই নি। আমি ভাবছি, বাহারটাই বা তোমার ঘরে ঢুকল কি করে?

আতু। আমিও ত কিছু ভেবে পাচ্ছিনি। ঐ যে আমার বুড়ো কর্ত্তাটী এই দিকেই আসছেন; আমি আর এখানে দাঁড়াব না। বোধ হয় তোমার খোঁজেই আসছেন। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

দাগা। বুড়ো খুব ভাবতে ভাবতেই আসছে দেখছি। আমিও যেন দেখতে পাইনি এই ভাব দেখিয়ে মনে মনে কথা কই— কিন্তু ঈষৎ চেঁচিয়ে।

কেরামতের প্রবেশ

দাগা। আমি কি করলুম! কি করলুম!

কেরা। (স্বগতঃ) আপন মনে কি বলছে।

দাগা। ভদ্রলোকের যা করা কর্ত্তব্য আমি তাই করেছি। কিন্তু তার জন্যে কোন পুরস্কার গ্রহণ করা কি আমার উচিত? কিছুতেই নয়। ভাল কাজ করেছি পুরস্কারের লোভে নয়। সুতরাং কেরামৎ সাহেবের কাছ থেকে কোন পুরস্কারই আমি গ্রহণ করবো না। ভাল কাজের পুরস্কার ভাল কাজ, অর্থ নয়।

কেরা। (স্বগতঃ) এর জোড়া নেই। ওঃ—কি ধর্ম্মজ্ঞান!

দাগা। কিন্তু এ কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, বাহার যদি জানতে পারে, যে আমি তার বদমাইসি ধরিয়ে দিয়েছি, তাহলে একটা বন্ধু আমি হারালুম। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? যে দুষ্ট তার সংস্রব ত্যাগ করাই উচিত। হীন সঙ্গ ত্যাগ করায় আমার পরম লাভ। আর এতে লাভবান হয়েছেন তিনি, যিনি আমার অন্নদাতা প্রতিপালক।

কেরা। (স্বগতঃ) একি মানুষ না দেবতা?

দাগা। কিন্তু তবু আমার মত দুঃখী কে? এই বুকের মধ্যে যে আগুন এতদিন পুষে রেখেছি, যদি তা একবার বেরিয়ে পড়ে, তাহলে এক মুহূর্ত্তেই আমার সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, সাধুতা সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লোকে জানবে যে আমি একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড।

কেরা। (স্বগতঃ) এ আবার কি কথা!

দাগা। কেন ভাল বাসলুম! কেন ভাল বাসলুম! কিন্তু তবু উপরে

ঐ ঈশ্বর জানেন—আর জানে আমার অন্তরাত্মা যে, আমি এক দিনের জন্যেও কার কাছে প্রকাশ করিনি আমি তাকে কত ভালবাসি। লোকের চক্ষে বেইমান প্রতিপন্ন হবার আগেই আমি আত্মহত্যা করব নিশ্চিত। যদি কেউ জানতে পারে আমি গুলবানুকে ভালবাসি তাহলে লোকে ত সহজেই বলবে যে আমাব প্রভুর কাছে বাহারের পাপ ব্যক্ত করেছি কেবল রিষের বশে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে। আমি এখন থেকে সাবধান হয়ে চলবো, মরে গেলেও আর গুলবানুব কথা ভাবব না, আর তার সঙ্গে দেখা করব না, তার কথাও কইব না। কিন্তু আত্ম-হারা হয়ে এ আমি কি করছি—কি প্রলাপ বকছি? যদি কেউ হঠাৎ এখানে এসে প'ড়ে, আমার এ কথা শোনে? (কেরামতকে দেখিয়া হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল)

কেরা। চমক' না। যারা পাপি, যারা প্রতারক তারাই মনোভাব প্রকাশে শিউরে উঠে; কিন্তু তুমি সুজন, তুমি চমকাচ্ছ কেন?

দাগা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—(নতজানু হইয়া) আপনি যা শুনেছেন তজ্জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন।

কেরা। তা কেন? বরং আমি তোমাব কথা লুকিয়ে শুনেছি বলে তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। সাধু দাগাবাজ! খুব ভাল সময়ে তোমার সঙ্গে এখন আমার দেখা হল। আমি পেলুম তোমার মত সাধু চরিত্র এক নির্ভীক, ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধু; আর তুমিও অচিরে তোমার সদ্‌গুণের পুরস্কার পাবে। বাহারকে তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে আমি তা তোমাকেই দান করবো।

দাগা। না না আমি তা চাই নি, আমায় মাপ করুন ! রক্ষা করুন !

কেরা। তা আর হয় না, যা বলেছি তা করব'ই ! আমি শীঘ্রই লেখাপড়া করবো, তোমাব কোন কথা শুনবো না।

দাগা। আমার কাতর মিনতি—

কেরা। ব্যস্—ব্যস্ ! তোমার মিনতি তোমার কাছেই থাক, আমি তা শুনতে চাই না।

দাগা। তা হলে নাচার ! তা হলে, হে ভগবান, তুমি সাক্ষী, এ সম্পত্তি এ সম্মান আমি কখন চাইনি ! একজনের সর্ব্বনাশে আমার ভাল হোক, এ ইচ্ছা আমার নয়। আমি অর্থেব কাঙ্গাল নই ! আমি যা চাই—

কেরা তা তুমি পাবে ! যত অর্থের প্রয়োজন হোক না কেন আমি গুলবানুকে তোমার ক'রে দেব ! মাতব্বর আমার বন্ধু, সে কখন আমার কথা ঠেলবে না !

দাগা আপনার এত দয়া এ আমার প্রতি অত্যাচার ! বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক হয়ে গেছি। আপনার এত বড় মহত্ত্বের জন্ম আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই !

কেরা আমি আজই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, গুলবানুর সঙ্গে তোমার বিবাহ আমি দেওয়াবই।

[প্রস্থান।

দাগা। যখন পাশা পড়ে তখন এমনি ভাবেই পড়ে ! কচে বার ত কচে বার ! ছ তিন নয় ত ছ তিন নয় ! কিন্তু হিসেব মত এখন আমার পোয়া বার ! তবে একটা কথা ! এ সব কাজ জুড়ুতে দিতে নেই ! কেন না ঘুণাক্ষরে যদি আমার

মুখোসটী খসে পড়ে, তা হলেই সর্ব্বনাশ। আচ্ছা, কেরামত মিঞা প্রকাশ্যভাবেই গুলুবান্থুর সঙ্গে যদি আমার বিয়ের কথা তোলে, তা হলে ত বাহাবেব চোখে ধুলো দিতে পারবো না। আর এক কথা। আতুসী বিবি জানলেও সমূহ বিপদ। সে রাগলে কারুর নয়। সে তখন নিজের সর্ব্ব-নাশ কবেও আমাব সর্ব্বনাশ কববে নিশ্চয়। না, প্রকাশ্য ভাবে এ বিয়েব কথা কিছুতেই পাডতে দেওয়া হবে না কৌশলে কাজ হাসিল কবতে হবে। বাহারকে ঠকিয়ে, কেরামত মিঞার মত করে গোপনে গুলবান্থুকে বিয়ে কবতে হবে। এই যে বাহাব আসছে। ভালই হয়েছে গোডা বেঁধে কাজ করি। কাণা ঘুষোয় কোন কথা বেরুবার আগেই আমি ওর কাছে সব কথা খুলে বলি, যাতে ভবিষ্যতে আমাকে আব ও না সন্দেহ করে। মিথ্যা কথা ঢাকতে সত্যেব মত মুখোস আর নেই। ছদ্মবেশে বরং লোকের সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু খালি গায়ে লোকেব চোখে ধুলো দেওয়া অতি সোজা।

বাহারের প্রবেশ

বাহা। দাগাবাজ! দাগাবাজ। সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই! আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পাবছিনি। দেখছি বিপদের উপর বিপদ আমায় গ্রাস করতে আসছে। কেরামত সাহেব কিছুতেই আমাব সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন না, আমার কোন কথা শুনলেন না। কুক্ষণে বাবা এমন দান-পত্র করে গিয়েছিলেন যে আমার নিজের বিষয় থেকে বঞ্চিত হলুম! গুলবান্থুর আশা পরিত্যাগ করতে হল!

দাগা। আরে তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? কিছু ভেবোনা কিছু ভেবোনা। আমি এখনও মরিনি। আমি সব দোবস্ত করে দেব।

বাহা। কি করে ভাই—কি করে? আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখছি!

দাগা। আতুসী বিবিকে তো এখন চিনলে না? ওর হাড়ে ভেল্‌কি খেলে! কি করেই বুড়ো কেবামত মিঞাকে বাগিয়েছে! তোমার উপর রাগে মাগী পাগল! কেবামত মিঞার মত করিয়েছে তোমার পরিবর্ত্তে আমাকে তোমাব বিষয়ের মালিক করে দেবে! আর গুলবানুর সঙ্গে আমার বিয়েব ঠিক করতে, বুড়ো বোধ হয় এতক্ষণ মাতব্বর মিঞার কাছে ছুটলো! হা—হা—হা—

বাহা। বুড়োকে ভূতে পেয়েছে নিশ্চয়!

দাগা। ভূতে নয়, পেত্নীতে!

বাহা। কি হবে ভাই, এখন কি করি বল দেখি?

দাগা। তোমায় কিছু করতে হবেনা, যা করবার আমি করছি। আমার মাথায় মতলব এসেছে, এ মতলব কিছুতেই আর ফাঁসছে না! গুলবানু এখন কোথায় বল দেখি?

বাহা। বাগানে বেড়াচ্ছে।

দাগা। চল, এখনি তার সঙ্গে দেখা করি। তাকেও আমাদের মতলবের ভিতরে নিতে হবে। তোমার জন্যে আমার প্রাণ দেব, তুমি ভাবছ কেন? দেখনা, কেরামত মিঞাকে কি করে ঠকাই! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেরামতের কক্ষ

আতুসী ও কেরামত

আতু। তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি নি।

কেরা। এ সোজা কথা বুঝতে না পারবার মানেও আমি বুঝতে পারছি নি।

আতু। দাগাবাজকে তোমার উত্তরাধিকারী করবে? বাহারের সম্পত্তি তাকে দেবে? বল কি?

কেরা। তাতে দোষ কি? সে সাধু সচ্চরিত্র, সাধুতার পুরস্কার যদি আমি দিই তাতে কেউ আমার দোষ দিতে পারে না। বাহারের মত দুশ্চরিত্রের হাতে বিষয় পড়লে তার ফল বিষময় হবে নিশ্চিত! আমি জেনে শুনে পাপের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আতু। বেশ! তোমার বিষয় তুমি যাকে ইচ্ছে দাও। তাতে কারোর কিছু বলবার নেই। কিন্তু তুমি যে বললে গুলবানুর সঙ্গে তার বে দেবে সঙ্কল্প করেছ, তা কেন? দাগাবাজও গুলবানুকে ভালবাসে না, গুলবানুও দাগাবাজকে ভালবাসে না। তবে মাঝখান থেকে তুমি তাদের বের ঘটকালী করতে যাচ্ছ কেন?

কেরা। ঘটকালী করতে যাচ্ছি, কারণ আমি জানি দাগাবাজ গুলবানুকে ভালবাসে।

আতু। দাগাবাজ গুলবানুকে ভালবাসে?

কেরা। হ্যাঁ প্রাণের চেয়েও ভালবাসে।

আতু। গুলবানুকে দাগাবাজ ভালবাসে?

কেরা। হ্যাঁ, তাতে তুমি অত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন? দাগাবাজ যুবক, সুপুরুষ, শিক্ষিত, গুলবানুও যুবতী, সুন্দরী। এক্ষেত্রে দাগাবাজের ভালবাসায় আশ্চয্য হবাব মত আমি কিছু দেখিনি।

আতু। অসম্ভব! দাগাবাজ গুলবানুকে ভালবাসে, আমি কিছুতেই বিশ্বাস কবিনি। এ একেবারে অসম্ভব।

কেরা। না গিন্নী, এ অসম্ভব নয়! আমি না জেনে মনগড়া কিছু বলছিনি। দাগাবাজ আমার কাছে স্বীকার করেছে। সেকি সহজে বলতে চায়? আমি হঠাৎ তার মনেব কথা শুনে ফেলি। তার পর কত ক'রে তার কাছ থেকে বার ক'রে নিলুম যে, সে গুলবানুকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে বিয়ে না হলে তার জীবনই বৃথা। আহা সাধু—সাধু! কত কিন্তু হয়ে, কত জড সড হয়ে এ কথাটা আমায় বল্লে, তোমায় তা কি বল্‌বো!

আতু। (স্বগতঃ) মাথা ঘূবে উঠ্‌লো যে। এ আবার কি শুন্‌ছি?

কেরা। দাগাবাজ অনেকদিন থেকেই গুল্‌বানুকে ভালবাসে, কিন্তু এ কথা সে একদিনও কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। বাহার তার বন্ধু, পাছে এ কথা প্রকাশ হলে বাহারের মনে আঘাত লাগে এই জন্যে সে মনের ভাব মনেই চেপে রেখেছিল। দাগাবাজ তোমার আর আমার যে উপকার করেছে, তাতে আমাদের দু'জনেরই কর্ত্তব্য তাকে সুখী করা। কেমন, নয় কি না? আচ্ছা তুমি এ বিষয়ে একটু ভাবো। আমি

বাইরের কতকগুলো কাজ চুকিয়ে এখনি আস্‌ছি। আমার মত যা তোমায় বল্‌লুম; এ বিষয়ে আমাদের যা কর্ত্তব্য ভেবে দেখো। আর ভাববার সময় এও মনে রেখো যে আমরা তার কাছে কত ঋণী!

[প্রস্থান।

আতু। আমরা হু'জনেই ঋণী! হায় নির্ব্বোধ, যদি জান্‌তে সে কি! উঃ এত বড় প্রতারক কি পৃথিবীতে আর আছে? বেই-মানকি বেইমান গুলবানুকে ভালবাসে? অসম্ভব! এ হতে পারে না। গুলবানু? তা হ'লে আমি এতদিন কি তার একটা সামান্য গণিকা—ওঃ আমি পাগল হব—পাগল হব। এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, বাহারের সর্ব্বনাশে কেন তার এত উৎসাহ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা! না না আমি কিছুতেই এ অপমান সহ্য কর্‌বো না! সে আর এক জনের হবে—এই দেখবার জন্যেই কি আমি দয়া করে এতদিন তার খেয়ালের বশীভুত হয়ে চলেছিলুম। আমার এই দেহটা যদি এই মুহূর্ত্তে একটা আগুনের স্তূপে পরিণত হ'ত, তা হলে বেইমানকে সেই আগুনে ধূ ধূ করে জ্বালিয়ে দিতুম। কি করবো ভেবে কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনি। বাহারের উপোর প্রতিশোধ নিতে পাল্লুম না; একটা অচিন্তিত দুর্ঘটনা আমার সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দিলে!

খয়রা বিবির প্রবেশ

খয়রা। সই! সই! ও সই!

আতু। (স্বগতঃ) মর্‌ছি নিজের জ্বালায়, আবার সোহাগ কাঁড়িয়ে

এ সময়ে জ্বালাতে এলেন ! সই—সই, ওঁর চোদ্দ পুরুষেব কেনা-কেলে সই ! (প্রকাশ্যে) এস এস, হঠাৎ ?

খয়রা। এই তোমায় একটা সু-খবর দিতে এলুম ভাই।

আতু। কি ?

খয়রা। তোমাব কথা শুনে গুলেব সঙ্গে বাহাবের বে ত ভেঙ্গে দিলুম। তোমাদের দাগাবাজের সঙ্গে শুন্‌ছি তোমার কর্ত্তা তাব বিয়েব কথা তুলেছে। বাহার ছোঁড়াটা এইবার খুব জব্দ হবে। ওঃ ছোঁড়াটার মনে মনে এত? আমায় পেয়ে বসে আছে? ভাগ্যিস তুমি সাবধান কবে দিলে ! নইলে কি হতে কি হ'ত কে বল্‌তে পারে ?

আতু। (স্বগতঃ) আহা ন্যাকা, কিছু যেন কখন হয় নি ? এই হাটে এসেছেন ছুঁচ বেচ্‌তে। (প্রকাশ্যে) তা বটে।

খয়রা। এইবার বেশ হবে ? দাগাবাজের সঙ্গে গুলবাহুর বিয়ে হ'লে বাহার খুব জব্দ হবে। তোমার মুখ অত মলিন কেন ?

আতু। উ—হু—হু—হু, ও—হো—হো—হো।

খয়রা। একি সই, হঠাৎ অমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন ? অসুখ করেনি ত ?

আতু। অসুখ ত বার মাসই আছে ভাই ? সেই বুকের মাঝখানের ব্যাথাটা কখন কমে কখনো বাড়ে। এই একটু আগে হঠাৎ বড্ড বেড়ে উঠেছিল। তার পর তুমি এই আস্‌তে—ও —হো—হো—হো—যন্ত্রণার কথা তোমায় কি বল্‌বো ভাই, তুমি এর কি বুঝবে বল ? তোমাদের পুণ্যের শরীর, ঝর্‌ঝরে তর্‌ তরে, কখন তো ব্যাথার ধার ধার্‌লে না !

খয়রা। কাকে বলছো বোন ! ব্যাথায় তো এই তোমারি মতন

এই—তিন বছর—এই যেদিন থেকে বিয়ে হয়েছে সেইদিন থেকেই ভুগছি। মুখ ফুটে বলবার যো নেই। যখন বড্ড বেড়ে ওঠে, মাটী কামড়ে পড়ে থাকি।

গীত

সইরে, ব্যাথা দুজনের সমান।
দিনে কি রেতে দেয়না ঘুমুতে,
করে বুক ধড় ফড় প্রাণ আনচান।
এ ব্যাথার ব্যেথী পাইনে খুঁজে,
সই মুখটী বুজে,
থাকি থাকি চমকে উঠি জান হায়রাণ।
ব্যথা যায় না গরম জলে,
দিবা নিশি ভাসি চ'খের জলে,
রোচে না অন্ন মুখে
এতে বাঁচে কি অবলা প্রাণ॥

আতু। ঠিক বলেছ বোন ঠিক বলেছ। এ বদহজমের ব্যায়রাম সহজে সারে না। আমার বোধ হয় একবার এ রোগে ধরলে মোটেই সারে না। কিন্তু যাক, নাই সারুক, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। দেখ, দাগাবাজের সঙ্গে গুলের কিছুতেই বে হতে দিওনা। এ বিয়ে যেমন করে পার তুমি ভেঙ্গে দাও।

থয়। কেন? দাগাবাজও বাহারের মত মনে মনে আমায় ভালবাসে নাকি?

আতু। না, ও সব ধার সে ধারে না। সে একটা ছোট লোক, তার সঙ্গে মেয়ের বে দেবে কি?

খয়। আচ্ছা আমি আমার কর্ত্তাকে বলবো।

আতু। বলাবলি নয়, করা চাই।

খয়। যদি না শোনে ?

আতু। না শোনে কি ? তুমি আমায় অবাক করলে! না শোনে কি ? বৃদ্ধ স্বামীর যুবতী স্ত্রী আমরা—দুই বিষধরী সাপিণী, আমরা দু'জনে মিলে একটা সংসার ভেঙ্গে দিতে পারি,—একটা রাজ্য ছারখার ক'রে দিতে পারি আর একটা বে ভেঙ্গে দিতে পারবো না ? তাহলে কি বুঝবো আমাদের আর বিষ নেই ? তুমি এস বোন্, তোমায় কি করতে হবে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

খয়। চল। (স্বগত) এর দেখছি আমার চেয়েও ব্যায়রাম শক্ত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান

গুলবানু, বাহার ও দাগাবাজ

বাহা। দেখ, দাগাবাজ যা বলছে তা ছাড়া আর উপায় নেই। তুমি যদি আমায় যথার্থ ভালবাস, তাহলে এই অসমসাহসিকতার কাজ করতে তুমি কখনই পেছোবে না।

গুল। কখনই না। তোমার জন্তে আমি সব করতে প্রস্তুত।

দাগা। এই তো চাই। কোন ভাবনা নেই, আমিও তোমাদের সঙ্গে এই বিপদ সাগরে ঝাঁপ দেব।

গুল। তুমি যে বললে ছ্ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে রেখে দেবে, তা হ'লেই তো লোক জানাজানি হবে।

দাগা। সে ভাবনা তোমার কেন? লোক জানা জানি কি বল্ছো, আমি কেরামৎ সাহেবকে জানিয়ে তাঁরই গাড়ী ঘোড়া ঠিক করে রাখব যাতে আমাদের পালাবার কোন অসুবিধে না হয়।

বাহা। কেরামৎ সাহেবকে বলে? সে কি রকম।

দাগা। কেন? আমি কেরামত সাহেবকে আমাদের মতলবের কথা সব খুলে বলবো।

বাহা। আমি বুঝতে পারলুম না।

দাগা। আরে দূর, এটা আর বুঝতে পারলে না? আমি কেরামৎ সাহেবকে বলবো গুলবাহুর বাপ মাতব্বর মিঞা কিছুতেই আমার সঙ্গে বে দিতে মত করলেন না; কিন্তু গুলবাহু আমাকে লুকিয়ে বে করতে রাজী আছে। মাতব্বর মিঞা বুড়োর মতে মত দেন নি। বুড়ো এ কথা শুনে ভারি খুসী হবে। আর এও বলবো যে এতে বাহারকেও জব্দ করা হবে, মাতব্বর মিঞাকেও জব্দ করা হবে। একথা শুনলে বুড়ো গাড়ী দেবেনা বলছো কি নিজে গাড়ী হাঁকাবে।

বাহা। তার পর?

দাগা। তার পর আর কি? আমি গুলবাহুকে নিয়ে গাড়ীতে বসবো, আর তোমার বদলে কেরামৎ মিঞার একজন

মোল্লা আমাদের সঙ্গে থাকবে, যাতে আমাদের পরিণয় কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হবে।

বাহা। ও—এই কথাই বুঝি বুড়োকে বলবে?

দাগা। বলবো না তো কি তুমি কি মনে করছো সত্যি সত্যি গুলবানুকে নিয়ে উধাও হয়ে আমি তাকে বে করবো?

বাহা। আরে না না, তোমায় কি আমি চিনিনি? তুমি কি সেই মানুষ? তবে তোমার কথাটা ত এই।

দাগা। শুধু এই নয়। তোমাকেও একটা মোল্লার পোষাক প'রে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

বাহা। কেন?

দাগা। যদি কেরামত মিঞা উঁকি মেরে দেখে গাড়ীতে কে যাচ্ছে তা হলে তোমাকে আর চিনতে পারবে না, মনে করবে আমি সত্যি সত্যিই গুলবানুকে বে করতে যাচ্ছি।

বাহা। সেলাম দাগাবাজ সেলাম। শত মুখেও তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করে ওঠা যায় না।

দাগা। তুমি দেরী করোনা; সময়ে ঠিক তৈরি হয়ে নিও। আমি একজন মোল্লাকে তার পোষাক দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি সন্ধ্যে হতেই কেরামত মিঞার বৈঠকখানার পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকবে। খিড়কীর দরজা দিয়ে আমরা বেরুব, তা হলে বাড়ীর আর কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না। তার পর কাল সকালে তোমাদের দু'জনের বে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

স্ফূর্ত্তিবাজের প্রবেশ ও গীত

বড় অসময়ে ভেঙ্গে গেল ঘুম।
ভোরের এখনো আছে বাকি
যামিনী নিঝুম ॥
ঘন গরজে—ওই আঁধার ভুবন,
দিশে হারা ফিরি থাকিতে নয়ন,
রহিতে সুবাস, কত সাধ আশ
মরি শুকাল কুসুম।

দাগা। একি মাতালটা এখানে কোত্থেকে এসে পড়লো ?

স্ফূর্ত্তি। হাওয়ায় উড়ে আসিনি বাবা, তোমাদের মতন চলি-চলি পা-পা করে এখানে এসে পড়েছি। এ-কি, মা লক্ষ্মী ? সেলাম মা, সেলাম ! তুমি এখানে আছ তা জানতেম না। জানলে এ বেয়াদবি করতেম না। যদিও মাতব্বর মিঞাকে খুঁজতে খুঁজতে বেটক্করে এসে পড়েছি, কিছু মনে করোনা জননী ! আমি তোমার একটা বকাটে মাতাল ছেলে ! আরে, এ কে ? বাহার ? সেলাম—সেলাম। (স্বগতঃ) বাবা ! একটা ছোট্টা খাট্টো অবলা—আর দু দুটো আইবুড়ো মরদ ! তাতে আবার প্রাণের বন্ধু ! গতিক ত বড় সুবিধে বুঝছিনি !

বাহা। চাচা, আজ ফুর্ত্তিটা কিছু বেশী হয়েছে বুঝি ?

স্ফূর্ত্তি। বেশী আর হবে কোত্থেকে বাবা ? মানুষের যত শয়তানি বাড়ছে তত মদের কাটতি কমছে ! ঘরে আর এখন কেউ বড় মদ রাখে না ; নিজের মদেই সব উন্মত্ত, চোকে কাণে দেখতে পায় না ! কি বল দাগাবাজ মিঞা ?

দাগা। তুমি এখন যাও আমাদের একটু গোপন কথা আছে।

স্ফূর্ত্তি। গোপন কথা? তুই ইয়ারে আর আমার এই মা লক্ষ্মীর সামনে! বিয়েটা ভেঙ্গে গিয়েছে বলে কিছু মতলব আঁটছ নাকি বাবা?

দাগা। সে কথায় তোমার দরকার কি? তুমি মাতাল, যাও মদ খাওগে। ভদ্রলোকেব অন্দবের বাগানে একটা মাতাল ঢোকে আর মাতবব মিঞা এর কোন বিহিত করেন না, এটা বড অন্যায়।

স্ফূর্ত্তি। ভদ্রলোকের অন্দরের বাগানে যদি দাগাবাজ বে-পরোয়া ঢুকতে পায়, তাহলে আমার মতন একটা গো বেচাবা স্ফূর্ত্তিবাজের পদার্পণে কি এমন মহা অপরাধ বাবা, তাতো বুঝতে পারিনা।

দাগা। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমাদেব কাজ আছে।

স্ফূর্ত্তি। যাচ্ছি বাবা, বেজার হয়োনা! তবে বাহার বাবাজীকে একটা কথা বলে যাই। বিয়েই ভেঙ্গে যাক আর প্রাণই পুড়ে খাক হোক্ বাবা, গোপনে কোন কাজ কোরোনা! লুকিয়ে ফিস ফিস ভাল নয়! বাপের পয়দা হও বরাবর সোজা রাস্তায় চল। গলি ঘুঁজিতে ঢুকেছো কি খালি মাথা ঠোকার ভয়।

দাগা। হাঁ হাঁ এইবার থেকে মাতালের কাছেই নীতি শেখা যাবে।

স্ফূর্ত্তি। তা যদি পারতে তা হলে আমি তোমায় দুশো তারিফ দিতুম বাবা। তাত পারবে না।

বাহা। কেন পারব না চাচা?

স্ফূর্ত্তি। তুমি পারলেও পারতে পার বাবা! কিন্তু বাবা, এই বড়

মিঞার নামটা আমার মনে কেমন মাঝে মাঝে খটকা বাধিয়ে দেয়! কিছু মনে করোনা বাবাজি! আমি দুষ্য মনে করে কিছু বলছিনি! কিন্তু এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি যে মা বাপ আদর ক'রে, কি ক'রে ছেলের নাম রাখে দমবাজ—গেরোবাজ কি দাগাবাজ!

দাগা। হো—হো—হো। আমার নামের কথা বলছ? আমার আসল নাম দাগাবাজ নয়! আমার নাম বজবাহাদুর। আমার নানা ছেলেবেলায় আমায় আদর করে ডাকতেন দাগাবাজ বলে! বয়েসের সঙ্গে আসল নামটা চাপা প'ড়ে নকল নামটাই চলে গেছে।

স্ফূর্তি। তারিফ বাবা তারিফ! তুমি তোমার নকল নাম নিয়েই থাক, আমি আস্তে আস্তে পথ দেখি! সেলাম মা লক্ষ্মী। সেলাম বাহার মিঞা! আর সেলাম গেরোবাজ—থুড়ি—দাগাবাজ।

[স্ফূর্তিবাজের প্রস্থান।

দাগা। মাতব্বর মিঞার যেমন কাজ, বাড়ীতে একটা বদ্ধ মাতাল পুষে রেখেছেন! মিছিমিছি কতকগুলো বকে আমাদের সময় নষ্ট করে দিলে।

গুল। মাতাল হোক কিন্তু বড় ভাল লোক! মুখে মা ভিন্ন কথাটী নেই!

বাহা। তা হলে আমাদের এই পরামর্শই স্থির রইল!

গুল। আমায় যা বলবে আমি তাতেই প্রস্তুত।

দাগা। এবার যা মতলব এঁটেছি ভাই, এ আর কিছুতেই ফসকাবে না! তুমি সন্ধ্যের সময় মোল্লার পোষাক পরে কেরামত

সাহেবের বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। সামনেই দেখবে আমি আর গুলবানু গাড়ীর ভিতর বসে আছি।

বাহা। ভাই দাগাবাজ, তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না। আমি যাই আর সময় নষ্ট করবো না, প্রস্তুত হয়ে নিইগে। গুলবানু! কেরামত সাহেব আমার বিষয় থেকে আমায় বঞ্চিত করেন তাতেও আমি দুঃখিত নই, কিন্তু তোমায় পেলে আমি একটা রাজ্য গড়ে নিতে পারবো। [প্রস্থান।

দাগা। গুলবানু, তুমিও ঠিক তৈরি থেক! তুমি যেমন কেরামত সাহেবের বাড়ী বেডাতে যাও সন্ধ্যের সময় সেই রকম যাবে!

গুল। আমি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হব, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

দাগা। দাঁড়াও, বাহারকে যে বল্লুম কেরামত সাহেবের বৈঠক-খানায় পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকতে আর খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুতে—সেটা আমার ঠিক এখন ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যদি আতুসী বিবি কি কেরামত সাহেব বাহারকে দেখে ফেলেন? তার চাইতে সব চেয়ে ভাল হয়, বাহার যদি কেরামত সাহেবের আস্তাবলে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে; আমরাও খিড়কী দরজা দিয়ে না গিয়ে একেবারে আস্তাবলে গিয়ে উঠবো, বাহারও আমাদের সঙ্গ নেবে। সেই ভাল হবে না?

গুল। তুমি যা বলবে আমি তাতেই প্রস্তুত এতে আমার নিজের

কোন মতামত নেই! কিন্তু বাহার একথা জানবে কি করে? সে ত কেরামত সাহেবের বৈঠকখানার পাশের ঘরে মোল্লাজীর পোষাকের জন্য অপেক্ষা করবে।

দাগা। না—না আমি এখনি গিয়ে তাকে সব বোলে ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করে ফেলছি; সেজন্য তুমি ভেবোনা!

গুল। বেশ, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব।

[গুলবানুর প্রস্থান।

দাগা। আহাম্মকরা ঠিক ফাঁদে পড়েছে! কিন্তু এতে আমাব কোন দোষ নেই। আমি এদের সবাইকেই খোলাখুলি ভাবে আমার মতলব সব বলেছি। এরা ঠকে কেন? সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে সাবধান হয় না কেন? যাই, কেরামত সাহেবকে ঠিক করে ফেলিগে, যাতে তিনি গুলবানুব সঙ্গে আমার গোপন বিবাহের মত দেন! মোল্লার পোষাক প'রে কেরামত সাহেবের খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে একেবারে সব ধোঁয়া দেখবে। আর আমি কেরামত সাহেবের আস্তাবল থেকে গুলবানুকে নিয়ে কেরামত সাহেবেরই ছ-ঘোড়ার গাড়ীর ক'রে একেবারে উধাও! হা—হা—হা—কি মজা হবে!

[প্রস্থান।

৮ম

কেরামতের কক্ষ

কেরা। কিছুতেই না—কিছুতেই না! এর পর কি চাকর বাকরের হুকুম মেনে আমায় চলতে হবে? দাগাবাজের সঙ্গে গুল-বানুর বিয়ে হবে এতে গিন্নীর অমতের কারণ কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। মাতব্বরও আমার কথায় সম্মত হলো না। কিন্তু আমি দাগাবাজকে কথা দিয়েছি, গুলবানুর সঙ্গে তার বিয়ে দেবই! এত দিন সকলের উপর প্রভুত্ব ক'রে, জবান ঠিক রেখে আজ কথার খেলাপ হবে? কিছুতেই না—কিছুতেই না!

দাগাবাজের প্রবেশ

দাগা। আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

কেরা। হাঁ, শোন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কি এর মধ্যে দেখা হয়ে ছিল? কোন বিষয়ে তুমি কি তাঁর অবাধ্য হয়েছ?

দাগা। আজ্ঞে না! কখনো কোন বিষয়ে আমি ত তাঁর অবাধ্য হইনি। যখনি যা বলেছেন গোলামের মত তাঁর হুকুম তামিল করেছি। (স্বগতঃ) এর মানে কি হতে পারে?

কেরা। তা হলে বোধ হয় বাহার কাওকেও সুপারিশ করে আমার গিন্নীকে ধরেছে, কিম্বা কাওকে দিয়ে তাঁর কাছে তোমার চুকলী খেয়েছে!

দাগা। (স্বগতঃ) আমি এই ভয়ই করেছিলুম। (প্রকাশ্যে) আপনি কি তাঁকে আমার উপব আপনার অনুগ্রহের কথা সব বলেছেন?

কেরা। বলিছি বই কি, বলবো না?

দাগা। ও—এই জন্যই তিনি আমার ওপর রেগে গেছেন। তাঁব বংশমর্য্যাদা জ্ঞান বড্ড বেশী। আমার মত দবিদ্রকে আপনি আপনাব উত্তরাধিকারী করবেন, এ তিনি ববদাস্ত করতে পাচ্ছেন না। তিনি মনে কবেন আমি এ সম্মানের অযোগ্য।

কেবা। অযোগ্য! কিসে অযোগ্য? তাঁব এ কথা মনে করাই অন্যায়। সাধুতার পুবস্কার দেব না? তাব পব, আমি যখন এ ভাল মনে কবেছি তখন এ কববোই। আমি কি মাতব্ববেব মত স্ত্রীব দ্বাবা চালিত হব? কখনই না। আজ রাত্রেই গুলবানুব সঙ্গে তোমার বে দিতে পাবতুম, তা হলে আর কাল কবতুম না।

দাগা। (স্বগতঃ) এ দেখছি আমার মতলব হাসিলের দিকেই এগিয়ে আসছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে আমাদের দুজনেরই যখন মনের মিল আছে, এ সম্ভব হতে কতক্ষণ।

কেরা। কি করে সম্ভব হতে পাবে বল? তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

দাগা। দেখুন, আমি গুলবানুর সঙ্গে একটা মতলব করেছিলুম। আর আপনাকে তাই বলতেই আসছিলুম। তা বেশ, আপনার যদি মত হয় আজ রাত্রেই সেই মতলব অনুযায়ী কাজ করতে পারি।

কেরা। দেখ, এই দিকে কে আসছে, এস, অন্য ঘরে গিয়ে তোমার কথা শুনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফুর্ত্তিবাজ ও মাতব্বরের প্রবেশ

ফুর্ত্তি। আজ্ঞে বিয়েটা ভেঙ্গে গেল ?

মাত। গেল বই কি। শুনলে ত বাহাবের কীর্ত্তি। আমার স্ত্রীর উপর পাজী ব্যাটা আশক্ত। ওঃ যে করে সে দিন রাগ সামলেছি! ভাগ্যে আমার স্ত্রী রাগ ববদাস্ত করবার উপায়টা বলে দিয়েছিলেন, নইলে সে দিন একটা খুন খাবাপী হয়ে যেত।

ফুর্ত্তি। ঘটনা যদি সত্য হয় তা হলে বাহারের সঙ্গে আপনাব মেয়ের বে কিছুতেই হতে পারে না, কিন্তু—

মাত। এর মধ্যে আবার কিন্তু কি ? আমার স্ত্রীকে সে ভালবাসে এর মধ্যে কিন্তুর কি পেলে ? আমাব স্ত্রীকে যদি আমি ভাল বাসতে পারি তা হলে ত আব একজনও অনায়াসে তাকে ভালবাসতে পারে! এর মধ্যে কিন্তু পেলে কোথা ?

ফুর্ত্তি। আজ্ঞে এ যুক্তি আপনার অকাট্য! এতে আমি মোটেই কিন্তু কবতে চাইনা। আমার কথা হচ্ছে এ কথা আপনাকে বল্‌লে কে ?

মাত। কেন? আমার স্ত্রী।

ফুর্ত্তি। আপনার স্ত্রী! তা হলে আমার বলবার কিছু নেই। বাহার কি আপনার স্ত্রীর কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করেছিল ?

মাত। না।

স্ফূর্ত্তি। তবে ?

মাত। আতুসী বিবি আমাব স্ত্রীকে সাবধান কবে দেন।

স্ফূর্ত্তি। আতুসী বিবি! সে বাহারেব মনেব কথা জানলে কেমন কবে ?

মাত। তুমি অত কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বল দেখি ? তোমার কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে ?

স্ফূর্ত্তি। এতক্ষণ হয় নি ; আতুসী বিবির নাম কবতেই আমাব কেমন কেমন ঠেকছে।

মাত। কেন ? কেমন কেমন ঠেকছে কেন ? কথা ত অতি সোজা !

স্ফূর্ত্তি। কোন বিশেষ প্রমান না পেয়ে আতুসী বিবির কথায় একজন ভদ্র লোককে হঠাৎ একেবারে অত্যন্ত বদমাইস ঠাওরান আমার তো খুব সঙ্গত বলে মনে হয় না। বিশেষ আতুসী বিবিকে তো অপনি জানেন ?

মাত। হ্যাঁ জানি। আতুসী বিবি অতি দুশ্চরিত্রা।

স্ফূর্ত্তি। আর বাহারকে ত আমি বরাবর দেখে আসছি। তার চরিত্রে যে এত টুকু মলিনতা থাকতে পারে আমাব তো মনে হয় না।

মাত। তুমি মাতাল, কখনো সংসার করনি; তুমি সংসার চক্রের কথা কি বুঝবে বল ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে মাতাল আর সংসার করিনি বলেই মনে হয়, আমরা আপনাদের চেয়ে বুঝি ভাল। কেন না, আমরা সংসার থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে দেখি ! আর আপনারা চক্রে ঘুরপাক খেয়ে সব কেমন গুলিয়ে ফেলেন।

মাত। ওহে, না হে না। তুমি বাহারকে চেনোনা! কেরামত মিঞা একটু আগে আমাকে যা বলে গেলেন তা যদি শোন তা হলে তুমি আঁৎকে উঠবে।

স্ফূর্ত্তি। তিনি আবার কি বলে গেলেন?

মাত। ওহে, সে অতি গোপনীয় কথা! তিনি আমার বিশেষ বন্ধু বলেই সে কথা আমায় বল্‌তে পেরেছেন। শুনেছ, কাল রাত্রে বাহার আতুসী বিবিকে তার শোবার ঘরে আক্রমণ করতে গিয়েছিল! কেরামত মিঞা নিজের চক্ষে তা দেখেছেন! দাগাবাজই ধরিয়ে দিয়েছে। এই জন্যই ত বাহারকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমার কাছে এসেছিল অনুরোধ করতে যাতে বাহারের পরিবর্ত্তে আমি দাগাবাজের সঙ্গে গুলবানুর বিয়ে দিই।

স্ফূর্ত্তি। দাগাবাজ?

মাত। হ্যাঁ—হ্যাঁ! তাকেই তো কেরামত মিঞা বাহারের সমস্ত সম্পত্তি দান কচ্ছেন।

স্ফূর্ত্তি। (স্বগত) দাগাবাজই বাহারকে ধরিয়ে দিয়েছে—আবার একটু আগে দেখলুম দাগাবাজ, বাহার দু'জনে মিলে গুল-বানুর সঙ্গে কি পরামর্শ করছে! কার্য্যকারণের সূত্র মিলিয়ে ব্যাপার ত বড় শুভ বলে মনে হচ্ছে না? বাহারের সঙ্গে একবার দেখা করে ভিতরের খবর নিতে হচ্ছে! (প্রকাশ্যে) তাহলে ত দাগাবাজের কেরামতি আছে? তা আপনি এখন এখানে কেন?

মাত। কেরামত মিঞা একটু পূর্ব্বে এই প্রস্তাব নিয়ে আমার

বাড়ীতে গেছলেন ! কিন্তু তাতে আমি মত দিতে পারিনি। কেরামত মিঞা আমার উপর একটু চটেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে ঠাণ্ডা করতে এসেছি। আমাদের অনেক দিনের দোস্তি, সামান্য কারণে না যায়।

[প্রস্থান।

স্ফূর্ত্তি। দোস্তি! ছাই দোস্তি! একটা ছেঁড়া পয়জারের যে দাম, তোমাদের দোস্তির দাম তাও নয়। একটু স্বার্থে ঘা লাগলেই তোমাদের আবাল্য দোস্তি পরস্পরের বুকে ছুরি বসাতে শেখায়! এ আমি ঠেকে দেখে শিখিছি। দোস্তি করেছি আমরা এই বোতলের সঙ্গে। পেটে হিঁদুদেব আরতীর বাজনা কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলেও, কি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে প্রাণ গেলেও একবার ধবলে এ আর ছাড়বার উপায় নেই ! যাই, দেখি বাহারটাকে যদি খুঁজে পাই। এই দুই বুড়ো দ্বিতীয় পক্ষের কথা শুনে দেখছি ত বাহারের সর্ব্বনাস করতে বসেছে, আর আমার গুলবাহু মাও বাহারের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়াতে দেখছি মন মরা হয়ে রয়েছে। ভেতরে ভেতরে যে একটা বিষের স্রোত বইছে তার আর ভুল নেই। দেখি, বাহারের কাছ থেকে যদি কোন কথা বার করে নিতে পারি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কেরামতের বাটীর দরদালান

গুল। এই যে লুকিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাব দাগাবাজের কথায়, কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ফূর্ত্তিবাজ বল্‌লে লুকোনো কাজ ভাল নয়। সেই থেকেই মনে কেমন একটা খট্‌কা লেগেছে। কিন্তু বাহারকে যখন কথা দিয়েছি তখন আর পেছুতে পারিনি। বাহার—বাহার! বাহারই আমার সর্ব্বস্ব।

গীত

দেল পেয়ারা তুঁ হি হো।
এ্যায় ছাতি কি রঞ্জন তুঁ হি হো।
তেরা দিল মেরা, এহি দিল তেরা।
দেল কি রৌসন তুঁহি হো।
মেরা নয়না কি কাজরা তুঁহি হো।

এই যে বাহারও এই দিকে আসছে।

বাহারের প্রবেশ

বাহা। এই যে গুল্‌বানু তুমিও ঠিক তৈরি হয়ে এসেছ দেখছি। আমিও প্রস্তুত। সন্ধ্যার পরই আমরা রওনা হব। আমি এই সময় থেকে চুপি চুপি বৈঠকখানার পাশের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকিগে। আমার সবই গোছান আছে। কেবল মোল্লার পোষাকটা এসে পৌঁছুলেই হয়।

গুল। বৈঠকখানার পাশের ঘর! তুমি চলে গেলেই দাগাবাজ আমায় যে বল্লে আমরা আস্তাবোলে গিয়ে গাড়ীতে উঠবো। তোমায় সে কথা কি বলেনি? তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?

বাহা। না। আমার সঙ্গে তার আর ত দেখা হয়নি।

গুল। কিন্তু আমায় যে বল্‌লে তখনি তোমায় খবর দেবে।

বাহা। তা তো কই দেয়নি।

গুল। তা হলে—

বাহা। বোধ হয় সময় পায়নি। আচ্ছা আমিও মোল্লার পোষাক প'রে আস্তাবোলে গিয়েই উঠবো।

গুল। দেখ দাগাবাজ জোচ্চর নয় তো? সে আমায় স্পষ্ট বলে গেল তখুনি তোমায় খবর দেবে। অথচ এতখানি সময় গেল, তোমার সঙ্গে দেখাও করলে না! আমার ত বড ভাল বোধ হচ্ছে না।

বাহা। না না ও তোমায় মিছে সন্দেহ! অমন মানুষ হয়! তুমি যেও, আমিও ঠিক যাচ্ছি।

[বাহারের প্রস্থান।

গুল। বাহার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, দাগাবাজ খারাপ লোক। যাক, যখন কুল ছেড়ে অকুলে ভাসব ঠিক করেছি তখন আর মিছে সন্দেহ করি কেন? বাহারকে গাড়ীতে না দেখলে আমি তো দাগাবাজের সঙ্গে যাব না।

ফুর্ত্তিবাজের প্রবেশ

ফুর্ত্তি। বাহারকে খুঁজতে এসে এই যে মা লক্ষ্মী তোমার সঙ্গে

দেখা হয়ে গেল। যাক—ভালই হোল দেখ, তোমায় মা বলি, আমি তোমার ছেলে ত ?

গুল। হ্যাঁ, ছেলেই ত ?

দাগা। কিন্তু বকাটে ছেলে। কেমন—না ?

গুল। তা আমি কি জানি, তুমিই জান।

স্ফূর্ত্তি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাতাল আব বকাটে নয ? কিন্তু মা কথায় যে বলে কুপুত্র যদ্যপি হয কুমাতা কখন নয—ঠিক কি না ?

গুল। বেশ তো, তার পর ?

স্ফূর্ত্তি। তা হ'লে তুমি হ'লে আমাব ভাল মা ! তুমি আমার কাছে কখন মিছে কথা বলবে না। আচ্ছা, ঠিক করে বল দেখি, তখন বাহার, দাগাবাজ আর তুমি তিন জনে মিলে কি পরামর্শ করছিলে ?

গুল। আচ্ছা, তার আগে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, দাগাবাজকে তোমার কি রকম লোক বলে মনে হয ? খুব বিশ্বাসী—না ?

স্ফূর্ত্তি। বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী বলতে পারি না। কিন্তু লোকটা যে ভাল নয়, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি।

গুল। কেন ?

স্ফূর্ত্তি। হঠাৎ কোন প্রমাণ দিতে পারবো না মা। কিন্তু আমাদের নেশাখোরের চোখে অনেক সময় মানুষের আসল মুর্ত্তিটা ধরা পড়ে যায়।

গুল। আসল মূর্ত্তিটা কি ?

স্ফূর্ত্তি। বাইরের মুখখানা বেশ মানুষের মত, কিন্তু মানুষের মুখের ভিতর থেকে অনেক সময় জানোয়ারের মুখ উঁকি মারে। তাই সময় সুযোগে এই মানুষই কখন কখন জানোয়ারের মত

ব্যবহার করে। দাগাবাজের মুখের ভিতর থেকে অনেক সময় কেউটে সাপ উঁকি মারছে আমি দেখেছি! তাই এ লোকটাকে আমি মোটেই দেখতে পারি না।

গুল। (স্বগতঃ) আমারও সেই সন্দেহ হয়, কিন্তু কেন তা জানিনা।

স্ফুর্ত্তি। হ্যাঁ মা, বল্‌লে না কি পরামর্শ করছিলে?

গুল। তোমায় বলবো। তোমার কাছে কিছু লুকোবো না।

দাগা। (নেপথ্যে) তুমি আমাব কথা না শুনলে আমি কি করবো?

আতু। (নেপথ্যে) প্রতারক—বেইমান! তুই মিথ্যাবাদী, তোর কথা আর কি শুনবো—

স্ফুর্ত্তি। দাগাবাজের গলা না?

গুল। আতুসী বিবি কথা কইলে না?

স্ফুর্ত্তি। দাগাবাজের গলা ঠাওর পাচ্ছি বটে, কিন্তু আতুসী বিবির এমন উচ্চ কণ্ঠ ত কখন শুনিনি! দুজনে ঝগড়া হচ্ছে। একটু আড়ালে থেকে এদের কথা শুনলেই দাগাবাজ যে কি রকমের লোক তা বুঝতে পারবে। ওরা এই দিকেই আসছে। এখানে লুকোবার কোথাও জায়গা আছে?

গুল। এস না এই পর্দ্দার আড়ালে লুকন যাক।

[উভয়ের পর্দ্দার অন্তরালে গমন

একখানি উন্মুক্ত ছোরা হস্তে আতুসী বিবি এবং

দাগাবাজের প্রবেশ

আতু। আর মিথ্যা রচনা করবার অবসর তোমায় দেব না। এই ছুরি তোমার বুকে বসিয়ে দেব প্রতারক!

দাগা। তাই যদি তোমার ইচ্ছা, তা হলে তাই দাও—এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি।

আতু। ওঃ! মরবার সময়ও তোমার এত শয়তানী!

দাগা। এস, ছুরী বসাও—মিছে আর দেরী করছো কেন?

আতু। (স্বগতঃ) এব এই স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি দেখে আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে! আমি কি করবো—কি করবো?

দাগা। তুমি যখন আমার কথায় বিশ্বাস করছো না তখন আমার মরাই ভাল। বিশেষতঃ তোমার হাতে! কেন মিছে সময় নষ্ট করছো?

আতু। তোমার মুখে তোমার অন্তরের ছবি! এক একবার ইচ্ছে করছে এই ছুরী দিয়ে তোমার বুক চিরে তোমার সমস্ত দুরভিসন্ধি চোখের সামনে দেখি। কিন্তু তা পারছিনি! এক একবার মনে হচ্ছে তোমার কথা শুনি। কি করবো? কি করবো? আমি রাগে কাঁপছি, ভালবাসায় জ্বল্‌ছি আবার প্রতিশোধ নেবার জন্য এক একবার উত্তেজিত হচ্ছি! আমার কি সর্ব্বনাশ তুমি কর্‌লে? আমার বুক ভেঙ্গেছে। এই ছুরি নাও—আমি তোমায় হত্যা করবো কি, বরং তুমি আমায় হত্যা কর, আমার সকল জ্বালা জুড়ুক।

স্ফূর্ত্তি। (জনান্তিকে) শুন্‌ছ মা?

গুলা। (জনান্তিকে) ভগবান দেখ্‌ছি সত্যই আমাদের সহায়।

দাগা। তুমি একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আমার কথা শোন।

আতু। আমি বেশ ঠাণ্ডা আছি, কি বলবে বল।

দাগা। তুমি হঠাৎ আমার উপর এমন রেগে উঠলে কেন বল দেখি?

আতু। আমার স্বামীর কাছে শুনলুম তুমি নাকি গুলবানুকে ভালবাস? তার সঙ্গে তোমার বে দেবার জন্যে আমার স্বামী উদ্যোগী!

স্ফূর্ত্তি। (জনান্তিকে) কেমন ঠেকছে?

গুল। (জনান্তিকে) কথা কয়ো না আগে সব শুনতে দাও।

দাগা। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তুমি এ সব কথা বিশ্বাস করলে কি করে? যে একবার তোমার ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছে, সে কি ওই এক ফোঁটা মেয়েকে আর ভালবাসতে পারে?

আতু। তবে তুমি গুলবানুকে ভালবাস এ কথা আমার স্বামীকে বল্‌লে কেন?

দাগা। তোমার জন্য।

আতু। আমার জন্য?

দাগা। হাঁ! তোমায় আমি ভালবাসি। আমার একমাত্র লক্ষ্য কিসে তোমায় সুখী করি। আমি জানি বাহার তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তার উপর তোমার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ, আর সে আক্রোশ ততদিন যাবে না যতদিন তুমি বাহারকে নিজের আয়ত্তে না আনতে পারবে। এই বুঝে আমি এমন একটা চাল চেলেছি যাতে বাহার তোমার বাধ্য হয়—গুলবানুকে জীবনে আর বিয়ে করতে না চায়। কিন্তু থাক—যখন তুমি আমায় অবিশ্বাস করলে তখন আমার আর কোন মতলবের প্রয়োজন নেই। এই ছুরি তুলে নাও, তুমি আমায় হত্যা কর। তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে বেঁচে থাকতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

আতু। আচ্ছা হত্যা তোমায় পরে করবো। আগে তোমার মতলবটা কি শুনি।

দাগা। আর শুনে কি হবে? আমার কোন কথা তুমি ত বিশ্বাস করবে না।

আতু। দাগাবাজ আমি বুঝতে পারছিনি—সত্যই আমি বুঝতে পারছিনি যে তোমার কোনটা মিছে—কোনটা সত্য! কিন্তু তবু বল শুনি, তোমার কি মতলব?

দাগা। আমার মতলব ছিল বাহারের সঙ্গে তোমাব মিল করিয়ে দিই। তুমি একবার পায়েব নীচে তাকে থেঁৎলাও, তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হোক।

আতু। কি ক'রে—কি ক'রে? পারি না পারি এ কথা শুন্‌লেও আনন্দ।

দাগা। গুলবান্থ, বাহার আব আমি তিন জনে পরামর্শ করি যে আজ সন্ধ্যার পরই বাহার তোমাদের বৈঠকখানার পাশের ঘরে মোল্লার পোষাক পরে লুকিয়ে থাকবে। আর গুল-বান্থ বাহারের সঙ্গে পালাবে।

আতু। তা হলে আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে কি করে?

দাগা। আহা, আমার কথা শেষ করতে দাও।

আতু। বল।

দাগা। তার পর বাহার চলে গেলে আমি গুলবান্থকে বলি যে খিড়কী দরজা দিয়ে নয় কেরামত সাহেবের আস্তাবোল দিয়ে আমরা পালাব।

আতু। কেন?

দাগা। এটা আর বুঝতে পারলে না? আমার তো এ উদ্দেশ্য নয়

যে গুলবাহু বাহারের সঙ্গে যথার্থই পালায়। আমার উদ্দেশ্য গুলবাহু আস্তাবলে কাউকে না দেখে বাড়ী ফিরে যায়। আর গুলবাহুর পরিবর্ত্তে তুমি বাহারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাকে আপনার আয়ত্তে আন। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার তাকে আয়ত্তে আনলে সে গুলবাহুর দিকে ফিরেও চাইবে না। সে এখন বুঝতে পেরেছে যে তোমার জন্যই তার এই দুর্দ্দশা। তোমার এক কথায় সে পথের ভিখারী। কাজেই আগে তোমায় যতটা প্রত্যাখান করুক, এখন ততটা করতে পারবে না। বরং তুমি যা বলবে, তাতে অনায়াসেই সম্মত হবে।

আতু। কিন্তু বাহার তো আমায় চিনে ফেলবে। সে আমাকে নিয়ে পালাবে কেন?

দাগা। অন্ধকারে তুমি মুখ ঢেকে যাবে, তুমি যে গুলবাহু নও এটা তার মাথায়ই আসবে না।

আতু। বেশ, এ পর্য্যন্ত বুঝলুম। কিন্তু তুমি গুলবাহুকে বিয়ে করতে চাইলে কেন?

দাগা। তা না হলে উপায় কি? কেরামত সাহেবকে আমি বলেছি যে, আমি গুলবাহুকে নিয়ে পালাব, তাইতে ত তিনি ছ'ঘোড়ার গাড়ী দিতে রাজী হয়েছেন। তুমি আর বাহার বৈঠকখানার পাশের ঘর থেকে খিড়কী দরজা দিয়ে একেবারে গাড়ীতে উঠবে। গুলবাহু আস্তাবলে বসে কাঁদবে আর আমি কেরামত সাহেবকে বলবো—মহাশয়, আমি গুলবাহুকে বে করবার মত বদলেছি।

গুল। (জনান্তিকে) ওঃ, এর পেটের ভিতর এমন হারামের ছুরি!

স্ফূর্ত্তি। (জনান্তিকে) এই বোঝ মা, নাম কখন বৃথা যায় না। দাগাবাজ তো দাগাবাজ!

দাগা। বৈঠকখানার পাশের ঘরে বাহারকে দেখবে যে মোল্লার পোষাক পরে আছে। দেখ, আমার যা সঙ্কল্প তোমায় সব বল্লুম, তোমার বিশ্বাস হয় আমার কথা শোন—না। হয় আমায় ছুটী দাও, আমি বিবাগী হ'য়ে চলে যাই।

আতু। দাগাবাজ, তোমার কথা শুনব; বরাবর শুনেছি—আজও অন্যথা করবো না। আমি চল্লুম, প্রতিশোধ নেবার এমন সুযোগ আমি ছাড়বো না—ছাড়তে পারবো না।

[প্রস্থান।

দাগা। হা-হা-হা, এরা কত সহজে ঠকে—এই স্ত্রীলোক! এত সহজে যে একে ফেরাতে পারবো, তা মনে হয় নি! আতুসী বিবি বৈঠকখানার পাশের ঘরে বাহারকে নিয়ে যা খুসি তাই করুক, আমি ত গুলবানুকে নিয়ে সরে পড়ি। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

[প্রস্থান।

স্ফূর্ত্তিবাজ ও গুলবানুর পুনঃ প্রবেশ

স্ফূর্ত্তি। সব তো শুনলে মা?

গুল। শুনলুম। আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। কি করব বাবা!

স্ফূর্ত্তি। এ ক্ষেত্রে যা করা উচিত তাই করতে হবে। এস, আমরাও একটু মতলব খাটিয়ে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উদ্যান

সখিগণ

গীত

কে জানে কখন মদন হানে ফুলশর ?
নয়নে লুকান বাণ,
বধে কি অবোধ প্রাণ,
পরশে অবশ চিত পিপাসা কাতর ।
চরণে জড়িত ছন্দ,
শ্বাসে কি সুরভি গন্ধ,
কিবা বীণা জিনি বাণী মনোহর ।
নিঝুম নিশুতি রাতি—
ধ্যানে জাগে সে মুরতি
কি বেশে প্রবেশে রতি আকুল অন্তর ॥

সপ্তম দৃশ্য

আতুসীর কক্ষ

আতুসী

আতু। যদি সত্যই বাহারকে এই ঘরে দেখতে পাই তা হলে বুঝবো দাগাবাজ আমার যথার্থই বন্ধু, তার একটী কথাও মিথ্যা নয়! অন্ধকারে কিছুই দেখবার যো নেই। বেশী কথা কইব না। আঁচে ইসারায় একটু সাড়া দিয়ে জানাতে হবে যে আমি এসেছি। তাতে বাহারের যদি সাড়া পাই ভালই, নইলে তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। এইবার বাহারকে খুব জব্দ করবো। [বিকৃত স্বরে] আমি এসেছি বাহার—বাহার!

কেরা। [অন্তরাল হইতে—বিকৃত স্বরে] কে? গুলবাহু?

আতু। [বিকৃত স্বরে] হাঁ প্রাণাধিক!

কেরা। তা হলে এখন বুঝলুম তুমি যথার্থই আমায় ভালবাস।

আতু। নাথ! আর দেরী ক'র না! চল খিড়কীর পথে গাড়ী প্রস্তুত।

কেরা। (অগ্রসর হইয়া—প্রকাশ্যে) জাহান্নমের পথেও গাড়ী প্রস্তুত! আতুসী বিবি!

আতু। এঁ্যা—এঁ্যা এ কে?

কেরা। তোমার যম! পাপীয়সি! এতদিন পরে তোর স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ হয়েছে! তুই বাহারের সঙ্গে পালাবি বলে এখানে তার অপেক্ষা করছিলি?

আতু। (স্বগতঃ) কোথা থেকে কি হ'ল কিছুই ত বুঝতে পারছিনি। দেখছি এইবারেই ত গেলুম।

মোল্লার পোষাক পরিয়া দাগাবাজকে
লইয়া বাহারের প্রবেশ

বাহা। এতদিন এই নরাধমকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছি, মুখের খাবার খাইয়েছি ; আজ শয়তানের শয়তানী ধরা পড়লো।

দাগা। (স্বগতঃ) এইবার সামলাই কি করে ?

মাত। (নেপথ্যে) মেয়েটা গেল কোথা ? কখন্ বাড়ী থেকে বেরিয়েছে।—কেরামত সাহেবই বা কোথায় ?

মাতব্বর ও খয়রার প্রবেশ

এ কি ! ব্যাপার কি ? এখানে সব এমন অবস্থায় কেন ? ব্যাপার কি ?

গুলবানু ও স্ফূর্ত্তিবাজের প্রবেশ

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে ব্যাপার গুরুতর ! ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে ! পাপ কাজ কখনো ছাপা থাকে না। বেইমানী—পারার মত, একদিন না একদিন ফুটে বেরুবেই বেরোবে।

কেরা। আমি কি করেছি ! কুলটার কথায় বিশ্বাস ক'রে এই নিরীহকে পথের ভিখিরী করতে গিয়েছিলুম।

খয়। এ কি সই, অমন মুখ নীচু করে কেন ? কি হয়েছে ?

মাত। এ কি ! কেরামত সাহেব মোল্লার সাজে কেন ?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে বিবাহের উপকারিতা আপনি আমায় কতবার বুঝিয়েছেন, এইবার তার চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রহণ করুন। আপনাকেও অচিরে এই মোল্লার পোষাক পরতে হবে।

যদি না এখনও সমঝে চলেন। কেন না কেরামত সাহেবের মত আপনারও ত বুড়ো বয়সে পক্ষ গজিয়েছে!

মাত। তুমি যখন তখন আমার মুখের উপর এই রকম নীচ রহস্য কর। তুমি জান, তুমি কে—আর আমি কে?

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে বরাবরই লোকের মুখের সামনেই বলে আসছি; পিছনে বলার অভ্যেস কোন কালেই নেই। আমার বিশ্বাস, যারা মানুষের সামনে বলে না, পেছনে ঘেউ ঘেউ করে—তাদের রক্তের সঙ্গে কুকুরের রক্তের কিছু সংস্রব আছে। মুখের উপর বল্লেম, রাগ করেন? এক গেলাস মদের পিত্তেশে আপনার বাড়ী পড়ে থাকতেম—না হয় আর থাকব না।

মাত। কি এ সব? আমিত কিছুই বুঝতে পারছিনি কেরামৎ সাহেব!

কেরা। আপনারা এসেছেন ভালই হয়েছে। আপনাদের সামনে এই নরাধম আর এই পাপীয়সীর শাস্তি বিধান করবো। মাতব্বর সাহেব, বাহার সম্বন্ধে আমার স্ত্রী যা বলেছিল সব মিথ্যা। দুশ্চারিণী দাগাবাজের উপপত্নী। এরা দু'জনে মিলে বাহারের সর্ব্বনাশের জন্য নানা কৌশল করেছিল। আমরা অতি নির্ব্বোধের মত, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না ক'রে, এদের কথায় বিশ্বাস করেছিলেম। কিন্তু আজ গুল-বাহু আর স্ফূর্ত্তিবাজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। বাহারকে আমরাই সাবধান ক'রে দিই; আর আমি বাহারের পরিবর্ত্তে এই বেশে এই ঘরে বসে পাপিষ্ঠার আচরণ প্রত্যক্ষ করি।

খয়। (স্বগতঃ) তা হলে বাহার যে আমার উপর আসক্ত সে কথাও ত মিথ্যা! ওমা কি ঘেন্না!

মাত। বল কি? আমাকে স্ফূর্ত্তিবাজ বরাবর বলতো বটে, কিন্তু মাতাল বলে ওর কথা কাণেই তুলিনি।

কেরা। আগে বুঝিনি, এখন বুঝতে পাচ্ছি বৃদ্ধ বয়সে লালসার বশবর্ত্তী হয়ে বিবাহ করা মহাপাপ। ওঃ কি কাল সাপিনীকে এত দিন যত্ন করে পুষেছিলেম। আমি বাহারের কাছে কি বলে মার্জ্জনা চাইব বুঝতে পাচ্ছিনি।

আতু। (স্বগতঃ) কি লজ্জা। ভাগ্যে মনে মনে ছাড়া পাপ কিছু করিনি।

মাত। স্ফূর্ত্তিবাজ, তুমি যে বলেছিলে আমার বে করা উচিত হয় নি, এই ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যা বলনি। আমারও এ বয়সে বিবাহ না করাই উচিত ছিল। তুমি যে জীবনে কখনও রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওনি—তুমি দেবতা।

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে, দেবতা কোন দিনই নই। রূপসীর সেরা আমার হৃদ্‌বিহারিণী। কাজেই রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবার দরকার কোন দিনই হয়নি। আপনারা বে করেন মেয়েমানুষ—যারা কুড়ী পেরোলেই বুড়ী! যত দিন যায়, তার আর কোন কদরই থাকে না। আর আমি বে করেছি—সুরা-সুন্দরী! যত পুরোণো হবেন, তত দর আর কদর বাড়বে। সোনা ফেলে আঁচলে গেরে?—ছি!

কেরা। বাহার, গুলবানু, আমি তোমাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করেছি। তোমরা দু'জনেই আমাকে মাপ কর।

বাহা। আজ্ঞে আপনি পিতৃতুল্য—আপনি কি বলছেন ?

কেরা। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। বাহার! আজ থেকে তুমি শুধু তোমার বিষয়ের নয়, আমার বিষয়েরও মালিক। আমার আর স্ত্রীতে প্রয়োজন নেই, বিষয়েও প্রয়োজন নেই, আমি ফকিরী নেব।

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে অতটা কেন করবেন ? তার চেয়ে আমার মত মদ ধরুন। দেখবেন, মনের ময়লা সব সাফ হয়ে যাবে। আব মেয়েমানুষের দিকে ফিরে চাইতেও ইচ্ছে হবে না।

কেরা। আর মাতব্বর মিঞা, তুমি আমার পুরাতন বন্ধু, তোমাকে আর কি বলবো ? তুমি যদি মত কর আমি এখনি গুলবানুরসঙ্গে বাহারের বিবাহ দিয়ে সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করি।

মাত। আমার ত এতে কোনদিনই অমত নেই। বেশ ত—বেশ ত। বাহার, গুলবানু আজ থেকে তোমার। চল দোস্ত, আমিও এবার নিশ্চিন্ত হলেম, আমাবও আর সংসারে প্রয়োজন নেই, চল তোমার সঙ্গে ফকিরী নিইগে।

খয়। না—না, তুমি ফকিরী নেবে কেন ? আমি কখন তোমায় যত্ন করিনি, বরাবর তোমায় শাসন করে এসেছি, কখনও তোমার বাধ্য হইনি বা সেবা করিনি; কিন্তু আজ এদের অবস্থা দেখে আমার শিক্ষা হয়েছে। আমি বুঝিছি স্বামী বৃদ্ধই হ'ন আর যাই হ'ন, তিনি সর্ব্ব অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজ্য। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফকিরী নিও না। আর যদি ফকিরীই নাও, আমাকেও তোমার সঙ্গিনী কর।

স্ফূর্ত্তি। আর এঁরা দু'জনে যে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এঁদের ব্যবস্থা কি হবে ?

কেয়া। এদের পাপের তুলনা নেই। একজন বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, আর একজন দুশ্চারিণী স্ত্রী! এদের শাস্তি—ডালকুত্তা ছেড়ে দাও, ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে এদের মাংস খাক্।

স্ফূর্ত্তি। আজ্ঞে, কেন অমন ভাল ভাল কুকুরগুলোকে খাম্‌কা মেরে ফেলবেন? এ নেমকহারামেব মাংস ত কুকুরের পেটেও সইবে না, সব বদহজমে মাবা যাবে! তার চেয়ে অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

দাগা। আজ্ঞে আপনারা আমার কোন কথা ত আর বিশ্বাস করবেন না, নইলে আমি এখনও আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আপনারা যা দেখছেন—

স্ফূর্ত্তি। তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ কখনও দেখেনি। যার খেয়ে মানুষ, তারি বুকে বসে হাসি মুখে তার সর্ব্বনাশ করে, বন্ধু সেজে বন্ধুর বুকে ছুরি বসায়, দিব্যি ভদ্রলোকের মত ধোপদস্ত পোষাক প'রে হাসি হাসি মুখে সমাজে মেশে, সামনে মোসাহেবের চূড়ান্ত, পেছনে কসাই!—দাগাবাজ, সত্যই তোমাব জোড়া পৃথিবীতে আর নেই। তোমায় আর কি বলবো? বসুমতী যে তোমাদের মত পাপীর ভার কেন বহন করেন, এ রহস্য কিছুতেই বুঝতে পারিনি! আর মা জননি! হাজার পাপ কর, তবু তুমি আমার মত মাতালের কাছে চিরকালই মা জননী। কুলটা স্ত্রী,—এত বড় গালাগালি আজও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হয় নি। ছি—ছি ভদ্রবংশে জন্মে তোমাদেব এই কাজ?

আতু। (স্বগতঃ) ইচ্ছে কচ্ছে ওর চোখ দুটো উপড়ে নিই।

কেয়া। আর এখানে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। চল আমরা

বিবাহের উদ্যোগ করিগে। আর দাগাবাজ আর এই শয়তানীকে দুটো ঘরে চাবী বন্ধ করে রাখ, কাল সকালে এদের মাথা মুড়িয়ে দিয়ে দুজনকে এক শিকলে বেঁধে গাধায় চড়িয়ে সমস্ত নগরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িও, যাতে ওদের দেখে লোকের শিক্ষা হয় পাপের কি পরিণাম—কোই হ্যায়? ঝিল্লির।

দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ

এদের দুজনকে বেশ করে বেঁধে রেখে দাও। যাও, নিয়ে যাও। এ চক্ষুশূল আর সহ্য হয় না।

(ভৃত্যদ্বয়ের তথাকরণ।')

স্ফূর্ত্তি। বাঃ বাঃ দুই দুমুখো সাপ।

খয়। (স্বগতঃ) উঃ গা শিউরে উঠে।

মাত। চল—চল—মেয়ের বে দিয়ে আমোদ করি।

বাহা। গুল, ধৈর্য্যই মানুষের প্রধান সম্পদ। আমি যদি অধীর হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতুম, তা হলে ত এ সুখ অদৃষ্টে ঘটতো না।

গুল। আমার যে তোমা ভিন্ন গতি নেই।

স্ফূর্ত্তি। চলুন—চলুন—আমার গলা শুকিয়ে আসছে, আর দেরি করে না!

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

উজ্জ্বল দৃশ্য

রঙ্গিনীগণ

গীত

দেখলে কেমন দুমুখো সাপ
আহা মরি রং করা।
মন ভোলান চোখ জুড়ান
তর-বেতর পোষাক পরা।
পুরুষ নারী নাইক ভেদ,
দু'সাপেরি সমান জেদ,
এক মুখেতে হাসির ঝারা,
এক মুখেতে শত ধারা॥
এমন সমঝে চলে সমঝে বলে,
নিসাড়ে ঘুমিয়ে থাকি তার কোলে,
জেগে উঠে চেয়ে দেখি
হয়ে গেছি জ্যান্তে মরা,
বাহাদুরীর বাহাদুরী সহজে সে দেয়না ধরা॥